ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 September, 2023 ■ আগরতলা ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং ■ ২৭ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আয়ুষ্মান ৫০ ঃ অভিযানের সূচনা করলেন রাষ্ট্রপতি

সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেবে এই অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্ম আজ সারাদেশে আয়ুমান ভবঃ অভিযানের ভার্চয়ালি উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডাভিয়া, বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীগণ ভার্চয়ালি উপস্থিত ছিলেন। আয়ুমান ভবঃ অভিযানের ভার্চয়ালি উদ্বোধন করে রাষ্ট্রপতি বলেন, সমাজের কোনও ব্যক্তি যাতে স্বাস্থ্য পরিসেবা থেকে বঁতি না হয় সে উদ্দেশ্যেই এই অভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি নাগরিক সুস্থ থাকলেই সুস্থ ভারত গঠন করা সম্ভব হবে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নয়নে বর্তমানে আমাদের দেশ সমগ্র বিশ্বেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্ম আয়ুমান ভব অভিযান কর্মসূচি সফলভাবে রূপায়ণে এগিয়ে আসার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

দেশব্যাপী আয়ুমান ভবঃ অভিযানের উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা সচিবালয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজ্যব্যাপী এই অভিযানের সূচনা করেন। মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, স্বাস্থ্য

দপ্তরের সচিব ড. দেবাশিষ বসু, গ্রামোন্নয়নের দপ্তরের সচিব সন্দীপ আর রাঠোর, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ডি কে চাকমা প্রমুখ এই ভার্চয়ালি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্যই হচ্ছে মূল সম্পদ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ হল সুস্থ ভারত গড়ে তোলা। তাই সমাজের অন্তিম ব্যক্তির নিকট স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই প্রধানমন্ত্রী নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করে যাচ্ছেন। গ্রাম এবং শহর অ'লে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক আয়ুমান ভবঃ অভিযান কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। রাজ্য সরকারও আয়ুমান ভবঃ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর,২০২৩ থেকে ২ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত সেবা পক্ষকাল কর্মসূচির আয়োজন করবে।

মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। সম্পতি ভারতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনেও দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দেশের সবচেয়ে বড় যোজনা আয়ুমান ভারত প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা সারা বিশ্বেই প্রশংসিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় চালু দেশের সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্য প্রকল্প আয়ুমান ভারত জন আরোগ্য যোজনায় রাজ্যে প্রায় ১৩ লক্ষ আয়ুমান কার্ড সুবিধাভোগীদের প্রদান করা হয়েছে। ২ লক্ষের উপর সুবিধাভোগী এই প্রকল্পের সুযোগ লাভ করেছে। আয়ুমান ভারত প্রধানমন্ত্রীর জন আরোগ্য যোজনায় রাজ্যের যে সমস্ত পরিবার আওতাভুক্ত হতে পারেননি তাদের জন্য রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। এরজন্য চলতি অর্থবর্ষের বাজেটেও প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে।

ভার্চয়ালি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামোগত উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। জেলা ও মহকুমা থেকে জিবি হাসপাতাল এবং আই জি এম হাসপাতালে রেফারেল রোগীর চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলিকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। রাজ্যের মৌলিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য ১০০টি নতুন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এরজন্য ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বাজেটেও প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সকল স্তরের স্বাস্থ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুধবার নয়াদিল্লিতে সন্ধ্যায় ভারতীয় জনতা পার্টির সদর দফতরে উপস্থিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানাচ্ছেন সর্বভারতীয় বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা।

শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক পর্যালোচনা সভায় রপ্তানির উপর গুরুত্ব দিলেন প্যাটেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল দুই দিনের রাজ্য সফরে এসে আজ সিপাহীজলা জেলা শাসক অফিসের সভাগৃহে সিপাহীজলা জেলার শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেন।

পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নেন বিধায়ক কিশোর বর্মন, বিন্দু দেবনাথ, তফাজ্জল হোসেন, অন্তরা সরকার দেব, শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নবাদল বনিক, সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, রাজ্য শিল্প দপ্তরের অধিকর্তা ডক্টর বিশ্বশ্রী বি, রাবার বোর্ডের জয়েন্ট প্রোডাকশন কমিশনার শৈলজা কে, জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার প্রমুখ। রাজ্য শিল্প দপ্তর ও জেলা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতি প্যাটেল সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেন, উত্তরপূর্বাঞ্চলের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের উত্তর পূর্ব সফরের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন খতিয়ে দেখা হয়। এর অঙ্গ হিসেবে তিনি ত্রিপুরায় এসেছেন। ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প গুলি সিপাহীজলা জেলায় কতটা কার্যকর হচ্ছে, সুবিধাভোগীরা কিরকম সুবিধা পাচ্ছেন তা খতিয়ে দেখতেই আজকে পর্যালোচনা করা হয়।

তিনি জানিয়েছেন, ত্রিপুরার শিল্প উন্নয়নের জন্য তার মন্ত্রণালয় কিভাবে সহায়তা করতে পারে এবং কিভাবে রপ্তানি বৃদ্ধি করা যেতে পারে সেই বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। তিনি জানান, রপ্তানিতে হিমালয় রেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলোর মধ্যে ত্রিপুরা চতুর্থ স্থানে রয়েছে। বিগত দিনের তুলনায় সম্প্রতিকালে ত্রিপুরা থেকে রপ্তানির পরিমাণ অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরোও জানান, কেন্দ্রীয় শিল্প মন্ত্রক ত্রিপুরায় রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য পরিকাঠামোগত ব্যবস্থার আরো উন্নয়ন করতে আর্থিক সহায়তা দেবে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতি প্যাটেল বলেন যে, ত্রিপুরার প্রতিটি জেলার রপ্তানি পরিকল্পনা সরকার তৈরি করেছে। এতে এই রাজ্যের অর্থনীতি আরো সমৃদ্ধ হবে। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক রাবার চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও নিরলস কাজ চলছে। উত্তরপূর্বাঞ্চলে প্রাকৃতিক রাবারের চাষের এলাকা সম্প্রসারণ করে দুই লক্ষ হেক্টর এলাকায় রাবার চাষ করতে মন্ত্রক লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। এই পর্যালোচনা বৈঠকের আগে তিনি সিপাহীজলা জেলার রংমালা এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত শান্তারামপাড়ায় একটি ব্লক রাবার বাগান ও রাবার প্রসেসিং সেন্টার পরিদর্শন করেন।

উল্লেখ্য রাবার বোর্ডের সহায়তায়, বিশ্রামগঞ্জ থেকে ১০ কিমি দূরে সান্তারামপাড়া ব্লক প্ল্যান্টেশন প্রকল্পের অধীনে ১৫৭.৩৫ হেক্টর এলাকায় রাবার বাগান করা হয়েছে। সান্তারামপাড়া ব্লক প্ল্যান্টেশন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতি সংগঠন শক্তিশালী করার উদ্যোগ আশিষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস সাহা বলেছেন, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস এর পক্ষ থেকে জনজাতি কংগ্রেস সংগঠন টিকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের জনজাতিদের বিকাশ, অধিকার প্রতিষ্ঠা সহ সার্বিক উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস এক দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আজ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি একথা জানান। তিনি আরো জানান দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীই সংবিধান সংশোধন করে রাজ্যের জনজাতি গোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য টি টি এ ডি সি গঠন করেছিলেন। তিনি অভিযোগ করেন, আজ জনজাতিদের এক বিরাট অংশ অত্যন্ত সংকটের মুখে পড়েছেন। বর্তমানে জনজাতি কংগ্রেস সংগঠন এর দায়িত্ব নুতন ভাবে জনজাতি নেতৃত্বের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানান শ্রী সাহা। আজকের অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শব্দ কুমার জমাতিয়া, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, প্রাক্তন বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাংখল প্রমুখ।

বহু প্রতীক্ষিত জেআরবিটি গ্রুপ সি'র ফল প্রকাশিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। প্রকাশিত হল রাজ্যের বহু প্রতিক্ষিত জেআরবিটি গ্রুপ-সি এর ফলাফল। দীর্ঘ প্রায় আড়াই বছর আগে পরীক্ষা গ্রহণ করা হলেও ফল প্রকাশ নিয়ে তালবাহানা করছিল টিআরবিটি দপ্তর। শেষ পর্যন্ত বুধবার ফল প্রকাশ করা হল। এদিন ফল প্রকাশের পর থেকেই খুশির হাওয়া ছড়িয়ে পরে চাকুরীপ্রার্থীদের মধ্যে।

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের শূন্য পদ পুরনের লক্ষ্যে ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে এক বিজ্ঞপ্তি জারী করেছিল। এই অনুযায়ী জে আর বি টি এর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল লিখিত পরীক্ষা ২০২১ সালে। আইনি জটিলতা দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ফল প্রকাশ করছিল না দপ্তর। দীর্ঘ ২ বছর ধরে চাকুরীপ্রার্থীরা ফলাফলের দাবীতে বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন। প্রথমে ডেপুটেশন প্রদান, পরে ধীরে ধীরে এটি আন্দোলনের রূপ নেয়। প্রতিনিয়ত রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব থেকে শুরু করে অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে বার কয়েক দেখা করেছেন।

বার বার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দেখা করার জন্য চিঠি দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ফলাফলের দাবীতে বেশ কয়েকবার টিআরবিটি অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন, ডেপুটেশন প্রদান করেছেন। কিন্তু কোনো সদুত্তর পাচ্ছিলেন না চাকুরীপ্রার্থীরা।

রাজধানীর সিটি সেন্টার থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় প্লে কার্ড হাতে নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে দেখা যায়।

শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ বাধা বিপত্তির পর বুধবার ফলাফল প্রকাশ করা হয় জেআরবিটি এর। এদিন সর্বমোট ১৯৮০ জনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই নিজ সামাজিক মাধ্যমে সফল চাকুরীপ্রার্থীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

ছুরি দেখিয়ে নাবালিকাকে অপহরণ জেল ও জরিমানা অভিযুক্তকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। ছুরি দেখিয়ে নাবালিকা কন্যাকে অপহরণ করে জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তকে জেল ও জরিমানার নির্দেশ দিল আদালত। ঘটনা উদয়পুরের মহারানীর হিরাপুর এলাকায়। ঘটনার বিবরণের জানা যায় ২০২১ সালের ১৮ই মার্চ উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানাধীন বনদোয়ার ভূমিহীন টিলা এলাকার জনৈকা নাবালিকা কন্যা বিদ্যালয়ে যাবার সময় মহারানী হিরাপুর এলাকার শামীম আহমেদ নামে এক অভিযুক্ত নাবালিকাকে বিদ্যালয়ে পৌঁছে দেবার নাম করে বাইকে তুলেন।

অভিযোগ অভিযুক্ত শামীম নাবালিকাকে বিদ্যালয়ে পৌঁছে না দিয়ে অপহরণ করে টেপানিয়া ইকো পার্কে নিয়ে আসেন। সেই সময় পার্ক বন্ধ থাকায় পার্শবর্তী জঙ্গলে নিয়ে যায়। সেখানে ছুরি দেখিয়ে নাবালিকা কন্যাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এই ঘটনার পর নাবালিকা কন্যার মা রাধাকিশোরপুর মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। আর কে পুর মহিলা থানায় মামলা নম্বর ১৪/২০২১। ধারা ৩৬৩/ ৩৭৬/ ৫০৬ আইপিসি এবং ০৪ পসকো আইন ২০১২। পুলিশ মামলা হাতে নিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠায়। তদন্ত শেষ করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। উদয়পুর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আখাউড়া-আগরতলা পরীক্ষামূলক ইঞ্জিন চলবে আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। আখাউড়া-আগরতলা রেলপথে পরীক্ষামূলক ইঞ্জিন চলবে বৃহস্পতিবার। গঙ্গাসাগর স্টেশন থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত শিবনগর জিরো লাইন পর্যন্ত এই পরীক্ষামূলক ইঞ্জিন চালানো হবে। যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে খুব তাড়াতাড়িই শুরু হবে দুই দেশের মধ্যে রেল যোগাযোগ। উল্লেখ্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চয়ালী এই রেলপথের উদ্বোধন করার কথা রয়েছে। এই রেলপথের সংযুক্তির মাধ্যমে দুই দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বানিজ্য পরিষেবা আরও উন্নত হবে বলে ধারণা করা যাচ্ছে। ভারতের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান টেক্সমেকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড এই রেলপথের নির্মাণ কাজ করছে। ১২.২৪ কিমি দৈর্ঘ্যের এই রেলপথে বাংলাদেশের অংশে পড়েছে ৬.৭৮ কিমি। বাকি অংশ ভারতে। জানা গেছে আপাতত নিশ্চিন্তপুর থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত চলবে এই রেল।রাজ্যে এবং বাংলাদেশে দফায় দফায় চলছে পরীক্ষা নিরিক্ষার কাজ। চূড়ান্ত পর্যায়ের পরীক্ষা শেষেই শুরু হবে দুই দেশের রেল যোগাযোগ।

নদীর পাড় ভেঙে চরম সংকটের মুখে ধর্মনগরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে কাকরি নদীর পাড়ের বেশ কিছু পরিবার জীবন জীবিকা নিয়ে চরম সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। নদীর ভাঙ্গনে তাদের জীবনযাত্রা রীতিমতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার উপক্রম। এ বিষয়ে অসহায় পরিবারগুলো রাজ্য সরকারের সহযোগিতা কামনা করেছে।

ইন্ডিয়ান ওয়েলের সীমানার ওয়াল ভেঙ্গে কাকরি নদী দখল করে নেওয়ায় অপর দিকে নদীর ভাঙ্গনে বিপর্যস্ত মানুষের বাড়িঘর।ধর্মনগর পুর পরিষদের একেবারে শেষ সীমানায় কাকড়ি নদী চলে গেছে। এই নদীর একদিকে পুর পরিষদ এলাকা অপরদিকে কামেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েত। ধর্মনগরের ভৌগোলিক সীমানা বিশ্লেষণ করলে বিশেষ নদী জুরির থেকে কাকরির ধ্বংসাত্মক রুপ অনেক বেশি। রেল স্টেশনের দিক দিয়ে গেলে রেলগেটের ঠিক পরে রয়েছে ইন্ডিয়ান অয়েল ডিপু। এই ইন্ডিয়ান ওয়েলের সুদৃঢ় সীমানার ওয়াল ইন্ডিয়ান ওয়েলকে কাকড়ি নদী থেকে আলাদা করে রেখেছে। বর্তমানে যে সীমানার ওয়াল আলাদা করেছে তা ভেঙ্গে নদীর অর্ধেক অংশ দখল করে নিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে নদীর জল এদিকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অন্যদিকে অর্থাৎ কামেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা ভেঙ্গে দিচ্ছে। সামান্য বৃষ্টিতেই নদীর ডান দিক অর্থাৎ কামেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ নং ওয়ার্ড প্লাবিত হচ্ছে এবং নদীর জলের আশেপাশে মানুষের বাড়িঘরের অবস্থা ও বেহাল রূপ নিয়েছে। ভবিষ্যতের ধ্বংসাত্মক কথা চিন্তা করে গ্রামবাসীরা তাদের প্রধানকে এই ঘটনা জানায় এবং প্রধান সহ একত্রিত হয়ে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করে তাদের অসুবিধার কথা জানায়। কিন্তু ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা তাদের মৌখিক কথার কোন পাত্তা না দিলে তারা সিদ্ধান্ত নেয় ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের উদ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে অবশ্যমভাবি বিপদ থেকে রক্ষা পেতে কাগজপত্রের সাহায্যে অভিযোগ জানিয়ে যোগাযোগ করবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রামবাসীরা তাদের প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এর উদ্ধতন কর্মকর্তা, উত্তর জেলা শাসক ,ধর্মনগর মহকুমা শাসক, ডিডব্লিউএস এবং ধর্মনগর পুর পরিষদে এলাকাবাসীর অসুবিধার কথা জানিয়ে চিঠি দেয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নেশা কারবার, পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মহিলাদের সংখ্যাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। নেশা সামগ্রী পাচার বাণিজ্যে পুরুষদের পাশাপাশি সমানভাবে পাল্লা দিচ্ছে একাংশ মহিলারাও। প্রতিদিন এই নেশা সামগ্রী সহ আটক হচ্ছে নারীরা। বিষয়টি খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্টারও বটে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে বুধবার নেশা সামগ্রী সহ পুলিশের জালে ধরা পরল ২ নেশা পাচারকারী। ধর্মনগর থানার অভিযানে আটক ৫০ গ্রাম হেরোইন সহ দুই জন। ধৃতরা হল সুমতি নাথ এবং রাজু দাস। জানা গেছে বুধবার সকাল ১০ টা নাগাদ ধর্মনগর থানার ইন্সপেক্টর মমতাজ হাসিনার নেতৃত্বে ধর্মনগর থানাধীন টংগিবাড়ি ৩ নং ওয়ার্ডের সুমন্তনী নাথের বাড়িতে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানে সাবান কেসে ৫০ গ্রাম হেরোইন বাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। সাথে বাড়ির মালিক সহ আসামের, সনবিল আনন্দপুরের বাসিন্দা পাচারকারী রাজু দাসকেও গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, ধৃত পাচারকারী রাজু দাস পার্শবর্তী রাজ্যের আসাম থেকে হেরোইন ত্রিপুরায় পাচার করে থাকে বিভিন্ন এলাকায়। সে আজও হেরোইন নিয়ে আসে সুমন্তনী নাথের বাড়িতে। কিন্তু পুলিশের কাছে সেই গুপন খবর চলে এলে বাধে বিপত্তি। পুলিশ তাদের আটক করে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তাদের আদালতে সোপার্দ করা হবে। ধর্মনগর থানার ১৪৯/২০২৩ একটি মামলা গৃহীত হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ২২/২৫/ ২৯ এনডিপিএস এক্ট ১৯৮৫ ধারায় মামলা গ্রহণ করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশের নেশা বিরোধী অভিযানের এটি একটি সাফল্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। কারণ টঙ্গী বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে নেশাজাতীয় দ্রব্যের কারবার এবং নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার চলছিল বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। নেশা কারবারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী উঠেছে।

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৯ ■ সংখ্যা ৩৩১ ■ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ইং ■ ২৭ ভাদ্র ■ বৃহস্পতিবার ■ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

জওয়ানকে বাঁচাতে প্রাণ দিল সারমেয়

দেশ ভক্তির প্রমাণ দিল প্রশিক্ষিত সারমেয়। সারমেয় এমনিতেই প্রভুভক্ত। প্রভুর আদেশ নির্দেশ মান্য করিয়া জীবন উৎসর্গ করিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না এই প্রভুভক্ত প্রাণীটি। প্রখর ঘ্রান শক্তি সম্পন্ন হারও মেয়েটি তাহার জীবন উৎসর্গ করিয়া একদিকে যেমন প্রভুর প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে ,ঠিক তেমনি দেশ মাতৃকার ঋণ পরিশোধ করিয়া গিয়াছে। তাহার আত্ম বলিদান সত্যিই চির স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মনুষ্য কুলে জন্ম গ্রহণ না করিয়াও যেভাবে তাহার প্রভু ও দেশের জন্য আত্ম বলিদান দিয়াছে তাহা যথেষ্ট শিক্ষণীয়। জম্মু ও কাশ্মীরে এক সেনা জওয়ানকে বাঁচাইতে গিয়া জঙ্গির গুলিতে প্রাণ দিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর ডগ স্কোয়াডের এক ল্যাব্রাডর। জানা গিয়াছে, মৃত এই লাব্রাডরটির নাম ছিল কেন্ট। তাহার বয়স ৬ বছর। জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি চালানোর সময় হঠাৎ শুরু হয় গুলি বৃষ্টি। জঙ্গি এবং সেনারা উভয় তরফ থেকে গুলি চালাইতে থাকে। সেই সময় নিজের 'প্রশিক্ষক' জওয়ানকে বাঁচাইতে ছুটে যায় কেন্ট। কিন্তু গুলি বৃষ্টির মাঝে নিজেই মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল ৬ বছরের কেন্ট। ঘটনাটি ঘটে জম্মু ও কাশ্মীরের নারলা গ্রামের রাজৌলি এলাকায়।কেন্ট ছিল ২১তম আর্মি ডগ ইউনিটে। এক দল সেনার সঙ্গে পলাতক জঙ্গিদের খোঁজে 'অপারেশন সুজালিগালা'য় অংশ নিয়াছিল কেন্ট। সেনার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কেন্ট জওয়ানদের পথ দেখাইয়া নিয়া যাইতেছিল। সেই জঙ্গির গন্ধে এগিয়া যাইতেছিল কেন্ট। এরপরই কেন্টের দেখানো পথে জওয়ানরা সেখানে পৌঁছায় যেখানে জঙ্গিরা লুকাইয়া ছিল। হঠাৎ দু'পক্ষের গুলির বিনিময় শুরু হয়। কেন্টের 'প্রশিক্ষক' পদে যে জওয়ান ছিলেন তাঁহাকে বাঁচাইতে ছুটিয়া যায় কেন্ট। কিন্তু সেই গুলি লাগে কেন্টের শরীরে। ঘটনাস্থলেই মারা যায় কেন্ট। কেন্টের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করিয়াছে ভারতীয় সেনা।জম্মু এলাকার পুলিশ আধিকারিক মুকেশ সিংহ জানান, গুলিবর্ষণের ফলে পাকিস্তানের এক জঙ্গি মারা গিয়াছেন। প্রাণ হারাইয়াছেন এক জওয়ানও। ঘটনাস্থলে উপস্থিত তিন জন গুরুতর আহত

হইয়াছেন। এই এনকাউন্টারে দুই সেনা জওয়ান এবং এক স্পেশাল পুলিশ অফিসার জখম হইয়াছেন। এই অভিযানে এক জঙ্গির মৃত্যু হইলেও অপর একজন পালিয়ে যাইতে সক্ষম হয়। এই মৃত জঙ্গির কাছ থেকে একটি ব্যাগ উদ্ধার করা হয় যাহাতে জামা-কাপড় সহ অনেক কিছু পাওয়া যায়। জঙ্গির মৃতদেহের কাছ থেকে অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়।

ফের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ উত্তর কোরিয়ার, সতর্ক করল জাপান

টোকিও, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আবারও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করল উত্তর কোরিয়া। তাও আবার উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং উন-এর রাশিয়া সফরের মধ্যেই। বুধবার (১৩ সেপ্টেম্বর) উত্তর কোরিয়া নিজস্ব পূর্ব উপকূলে অন্তত একটি 'অজ্ঞাত ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র' নিক্ষেপ করেছে। এই ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের বিষয়ে সতর্ক করেছে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর দফতর।

তবে, জাপানের কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, দু''টি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করা হতে পারে এবং সেগুলি সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, কয়েকজন সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তাকে সঙ্গে নিয়ে রাশিয়া সফরে গিয়েছেন কিম। এই সফরের এজেন্ডায় অস্ত্র বিক্রির বিষয়টি শীর্ষে আছে বলেই মনে করা হচ্ছে। সেজন্যই পুতিন-কিমের বৈঠকের ঠিক প্রাক মুহূর্তে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়ে থাকতে পারে।

দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস, গলদঘর্ম অবস্থা থেকে মিলল স্বস্তি

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গলদঘর্ম অবস্থা থেকে স্বস্তি পেল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আলিপুর হাওয়া অফিসের আভাস অনুযায়ী, উত্তর এবং মধ্য বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। সেই ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হবে। যার অভিমুখ ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে। তবে নিম্নচাপ সমতলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাব পড়বে পশ্চিমবঙ্গেও। আর সে কারণেই আগামী ২৪ ঘণ্টা বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায়।

সব থেকে বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা দুই পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে। হাওড়া, হুগলি এবং কলকাতায় রয়েছে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে এতে তাপমাত্রার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম।

তারাপীঠের জন্য হাওড়া-রামপুরহাট বিশেষ ট্রেন, চলবে তিন দিন

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে অনেক ভক্তই তারাপীঠ যান। সেই সময় রামপুরহাট রুটে বিপুল ভিড় হয়। যাত্রীদের সুবিধার্থে আগামী ১৪, ১৫ এবং ১৬ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনিবার হাওড়া থেকে রামপুরহাট পর্যন্ত বিশেষ ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল। রেলের এই উদ্যোগকে অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন।

ওই বিশেষ ট্রেনটি হাওড়া থেকে সকাল ৫টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে রামপুরহাট সকাল ৯টা ৫০-এ পৌঁছবে। ফেরার পথে সকাল ১১টা ৫-এ ট্রেনটি রামপুরহাট থেকে ছেড়ে হাওড়ায় পৌঁছবে দুপুর ৩টে ৫ মিনিটে। যাত্রাপথে বিশেষ ওই ট্রেনটি শেওড়াফুলি, ব্যান্ডেল, বর্ধমান, গুসকরা, বোলপুর এবং সাঁইথিয়াতে দাঁড়াবে।

কৃষ্ণ চরিত্র

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে পালিত হয় জন্মাষ্টমী উৎসব। আজ থেকে ৫১২২ বছর পূর্বে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার কৃষ্ণ এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে নিজধামে ফিরে গিয়েছিলেন। দ্বাপর যুগের মূর্ত বিগ্রহের জীবনাবসানের মধ্যে দিয়েই সৃষ্টি হয়েছিল কলিযুগের সূচনা। যাওয়ার আগে পৃথিবীকে তিনি নিজগুণে পাপমুক্ত করে মানুষের বাসযোগ্য ভূমি সহ ভবিষ্যৎ জীবনে চলার পথে সমগ্র মানব কল্যানের প্রতি আশীর্বাদ স্বরূপ উপহার এবং আত্মোন্নতির পাথেয় - গীতার বাণী উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি জন্মেছিলেন ২১/৭/৩২২৮ BC। তিনি এই পৃথিবীর বুকে স্বমহিমায় পদচারণা করেছিলেন মাত্র ১২৫ বছর ৭ মাস ৬ দিন। রোমান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী তাঁর দেহাবসানের দিনটি ছিল ১৮/২/৩১০৫ BC। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুযায়ী চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ। সময় ২ বেজে ২৭ মিনিট ৩০ সেকেন্ড।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইট সাহেব আমেরিকায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে আমাদের স্বামীজিকে পরিচয় পত্র দেওয়ার প্রসঙ্গে বলেছিলেন --- "এ মানুষটির মাঝে যে বিদ্যা দেখেছি, আমাদের দেশের (আমেরিকার) সকল পন্ডিতদের একত্র করলেও তাঁর সমান হবে না"।

ঠিক সেই রকম শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বললে বলতে হয়, তিনি এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব যে, পৃথিবীর সকল জ্ঞানী-গুণী জনের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি, কূটনীতি ইত্যাদি সকল গুণ একত্রিত করলেও তাঁর সমকক্ষ হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। তাঁরা সকলেই নিঃসন্দেহে এক একজন একেক বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু একই আধারে সর্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই প্রথম। তাই বিরল। দ্বাপর যুগে কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল বিষ্ণুর অষ্টম অবতার হিসেবে। ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র জন্মেছিলেন বিষ্ণুর সপ্তম অবতার রূপে। কিন্তু রামের চরিত্রে বা লীলাখেলায় বহু ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে যে কারণে সাধারণ মানুষ আজও তাঁকে নিয়ে পরিহাস ছলে বলে ওঠে — হাঁদারাম, ভোঁদারাম ইত্যাদি। সেইক্ষেত্রে কৃষ্ণ চরিত্র একেবারেই ভুল-ত্রুটি বিবর্জিত। বরং সর্বকালে সর্বক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি অনুকরণযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন। অর্থাৎ তিনি চিরন্তন ও শাশ্বত। তিনি নির্দিষ্ট কোন ধর্মের পথে হাটেননি। তাঁর নীতি বা ধর্ম ছিল সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন প্রকৃতির। একেবারে স্বতন্ত্র। তিনি শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করতে সময়োপযোগী সাম, দান ভেদ ও দন্ডনীতি ব্যবহার করতে কখনো কুণ্ঠিত হতেন না। তাঁর প্রত্যেকটি পদক্ষেপের মূলে ছিল নিঃশর্ত, নিঃস্বার্থ, নিষ্পাপ, নিরপেক্ষ, মার্জিত ও সংযত ভাব। তাঁর জীবনে অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্মের মধ্যে উচ্ছাস বা আবেগ নামে কোন বস্তুর প্রাধান্য ছিল না। তাঁর বিচারে হিংসা ও অহিংসা ছিল দুই-ই সমান তাঁর কাছে জীবন-মৃত্যুর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। তিনি ছিলেন সেই প্রহেলিকার বহু ঊর্ধ্বে। সেই কারণে তাঁর হৃদমাঝারে ভাবাবেগের কোন স্থান ছিল না। তিনি পৃথিবীর মায়াঘেরা সংসারের মধ্যে থেকেও তিনি মায়া দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন না। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ মুখ নিঃসৃত পাকাল মাছ দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন মুক্ত বিহঙ্গের মতো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তিনি ছিলেন শুদ্ধ—বুদ্ধ—মুক্ত আত্মা। তাই শৈশবে মা যশোদা তাঁকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে গেলে দড়ি ছোট হয়ে গিয়েছিল। স্বামীজি যেমনটি বলেছিলেন --- 'ঈশ্বর সম্বন্ধে আমারা যতটা ধারণা করতে পারি তা অপেক্ষা তিনি অনেক বড়'। তিনি অন্য সব অবতারদের তুলনায় ছিলেন অনন্য এবং একমেবাদ্বিতীয়ম তিনি ছিলেন অতুলনীয় চরিত্রের অধিকারী। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। তিনি কোন ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হতেন না। নিজস্ব স্বকীয়তায় তিনি ছিলেন সমুজ্জল এক জাগ্রত দৃষ্টান্ত।

নিজে আচরি ধর্ম তিনি অপরকে শিক্ষা দিতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন কেউ কাউকে হনন করতে পারে না এবং কারও দ্বারা কেউ হতও হয় না। তিনিই ছিলেন এই অশ্রুতপূর্ব মতবাদের প্রথম প্রবক্তা। তিনি আরো বলেছেন -শস্ত্র দেহ ছিন্ন করতে পারলেও অবিনশ্বর আত্মাকে ছিন্ন করতে অক্ষম। অগ্নি বিশ্বব্রহ্মান্ডের সকল বস্তু সমূহকে দগ্ধ করতে পারলেও নিত্য, অক্ষয়, অমর আত্মাকে দহন করতে পারে না। পৃথিবীর নিরীহ মানুষদের তিনি এইভাবে নির্ভিক হওয়ার মন্ত্র দিয়েছিলেন। যে ব্যক্তি এই ধরণের চিন্তাশীল সেই ব্যক্তিত্বকে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ আখ্যায় ভূষিত করলে অত্যুক্তি হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

জন্মের আগে মানুষ কি ছিল, মৃত্যুর পরে কি হতে পারে, এই সব কথা জানতে পারে না বলেই এই সংসারের যাবতীয় বস্তু সমূহকে মানুষ চিরসত্য বলে মনে করে। মানুষ মনে করে চিরকালই সে জীবিত থাকবে এই সংসারে। কিন্তু যারা পূর্বজন্মের কথা এবং পরজন্মের বিষয় অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুমাত্র ধারণা পোষণ করেন তাঁদের জীবন সাধারণের তুলনায় দেবতুল্য ঋষির মতো হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেই কারণে তাঁর জীবন ছিল বেদজ্ঞ সন্ন্যাসীর ভাবধারায় আলোকিত। তাঁর জীবন দর্শনের আলোকচ্ছটায় তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের অগ্রদূত। তিনি ছিলেন যেমন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী আবার অন্যদিকে গার্হস্থ্য জীবন পালনেরও ঘোর পক্ষপাতী। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে -- একদা শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রী সত্যভামার জেদ পূরণ করার অছিলায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও সস্ত্রীক পারিজাত বৃক্ষ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে স্বর্গে গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করে পারিজাত সংগ্রহ করে এনেছিলেন। গার্হস্থ্য জীবনকে প্রশ্রয় দেওয়ার পক্ষে এরচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে ? অবশ্য তাঁর কাছে সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য জীবন দুই-ই ছিল সমগোত্রীয়। তিনি কোনটিকেই প্রশ্রয় বা অবজ্ঞা করেননি। তিনি কোন মতেই কট্টর পন্থী ছিলেন না বরং সমন্বয় সাধনের একনিষ্ঠ পক্ষপাতী ছিলেন। যদিও তিনি এক অর্থে বজ্র সম অতীব কঠোর প্রকৃতির ছিলেন। তিনি পাপ ও পাপীদের স্বহস্তে শাস্তি দিতেন যেমন শিশুপালকে তিনি নিজ হাতে বধ করেছিলেন অথচ কীমাশ্চর্যমকুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধারণ করেননি যুদ্ধক্ষেত্র হওয়া সত্ত্বেও। একটু ভেবে দেখুন — কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কত শত বীর মহাপরাক্রমী যোদ্ধারা নিহত হয়েছিলেন ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ সমেত অথচ পঞ্চপান্ডবদের সকলেই ছিলেন অক্ষত। নিজের দৈবশক্তির প্রভাবে তিনি তাঁদের রক্ষা করেছিলেন। বাহ্যিক রূপে আঠারো দিন ব্যাপী যুদ্ধে কৃষ্ণের ভূমিকা ছিল কেবলমাত্র রথের ঘোরার লাগাম টানা অর্জুনের সারথি হিসেবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তিনি নির্লিপ্ত। কিন্তু তা নয়, কৃষ্ণগত প্রাণসখা অর্জুনকে তিনি কোন মতেই শত্রুর হাতে পরাজয় স্বীকার করতে দেবেন না, এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। অর্থাৎ জীবনে চলার পথে তাঁর শরণাগত হলে তিনি যে তাঁকে রক্ষা করেন এই ঘটনাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল নব্বুই। অথচ চিন্তা-ভাবনার দিক থেকে তিনি তখনো যুবক। কূটনীতির চাল চালতে তিনি তখনো 'চ্যাম্পিয়ান অফ দ্যা চ্যাম্পিয়ান্স'। গুরুর গুরু মহাগুরু। তিনি ছিলেন কূটনীতি বিশারদ চানক্যেরও ঠাকুর্দা।

পিতামহ ভীষ্ম, মহামতি বিদুর এবং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও চিন্তাবিদ ও জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে রীতিমতো সমীহ এবং শ্রদ্ধা করতেন। চিন্তার জগতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ চূড়ামনি। আবার অন্যদিকে ছল, কপট ও বিশ্বাসঘাতকদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন সুনামি সদৃশ্য ভয়াবহ আতঙ্ক। শত্রু বিনাশের জন্যে ছলে, বলে, কৌশলে নিজস্ব রীতি অনুযায়ী তিনি কূটনীতি প্রয়োগ করতেন। তাঁর বিচারে নীতি বহির্ভূত বলে কিছু ছিল না। 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ও ধর্মসংস্থাপনার্থায়' তিনি ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পূণ্য, ভালো-মন্দের বহু ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছিলেন। এতদ্দারাই স্পষ্ট প্রমানিত ঋষি বঙ্কিমের ভাষায় - 'তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, লোকহিতৈষী, নিরপেক্ষ, নিরহংকার, যোগযুক্ত, তপস্বী'।

শৈশবে ব্রজের বালকদের সাথে ধুলোবালি মেখে তিনি খেলা করেছেন, পল্লীবঁধূদের জলভরা গাগরি দূর থেকে পাথর ছুঁড়ে ফুটো করে পালিয়ে যেতেন, ছাত্রাবস্থায় সন্দীপন মুনির গুরুকূলে দিন যাপন করেছিলেন, গরিব সুদামাকে বন্ধু হিসেবে কাছে পেয়েছিলেন। সাধারণ বন্ধু এবং সহপাঠী হিসেবেই তাঁর সাথে

তিনি মেলামেশা করেছিলেন। এই লীলাখেলার মধ্যে তাঁর বালকোচিত স্বভাব পরিলক্ষিত হলেও তাঁর ভিতরেও গুঢ় তত্ত্ব লুকানো ছিল। তিনি নিজেকে সকলের চেয়ে আড়াল করে রাখতেন। খুব প্রয়োজন ব্যতীত তিনি মহামানব হিসেবে নিজেকে বড় একটা বিজ্ঞাপিত করতে চাইতেন না। তবে তিনি ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র বসুদেবের কাছে তাঁর স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি যে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী নর রূপে স্বয়ং নারায়ণ, শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম সেই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। সেই কারণেই ঝড়, জল ও দুর্যোগে ভরা রাত্রি নিশিথে লোকচক্ষুর অন্তরালে অত্যাচারী মথুরাধীশ কংসের হাত থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই তাঁকে বাধ্যতামূলক গোকুলে স্থানান্তরিত করতে হয়েছিল। সেটাও তাঁরই ইচ্ছনুযায়ী সংগঠিত হয়েছিল। কারণ শত্রু বিনাশের দ্বারা ভারতভূমিকে পূণ্যভূমিতে পরিবর্তিত করার জন্যেই তো পুরুষোত্তমের শুভাগমন। সেই মুহূর্তে ছলে বলে কৌশলে তাঁকে প্রাণে বাঁচানোটাই ছিল লোকহিতকর একমাত্র পরম কর্তব্য।

যৌবনে সুললিত বাঁশির সুরে বিমোহিত গোপিনীরা শ্বশুর, শ্বাশুরি, ননদ পরিবেষ্ঠিত গৃহকোন থেকে লজ্জার মাথা খেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেন, যমুনা পুলিনে তমাল বৃক্ষের ডালে বসে অতর্কিতে গোপিনীদের বস্ত্রহরণ করা এইসব ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও গুঢ় তত্ত্ব নিহিত ছিল। এই প্রকার ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। মন আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পুষ্ট না হলে এর সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুভবের অগোচরেই রয়ে যায়। পুরুষোত্তম কৃষ্ণ ছিলেন পরমব্রহ্ম বৃন্দাবনে তিনিই ছিলেন একমাত্র পুরুষ। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে - বৃন্দাবনে ভক্ত ও পন্ডিত রূপ গোস্বামীর কথা জানতে পেরে স্বয়ং মেবারের রানি মীরাবাই দর্শন করতে এসেছিলেন তাঁর পর্ণ কুটিরে। ভক্ত প্রবর রূপ গোস্বামী তখন জপে ব্যস্ত ছিলেন। তাছাড়া মীরাবাই নারী তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে তিনি অস্বীকার করেন। মীরাবাই সেই কথা শুনে বলেছিলেন - বৃন্দাবনে তো একজনই পুরুষ, তিনি পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ আর সকলেই তো নারী। রূপ গোস্বামী নিজের ভুল বুঝতে পেরে তারপর ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। সুতরাং তাঁকে যারা পেতে চাইতেন এবং এখনো যাঁরা তাঁকে পাওয়ার আশা পোষণ করেন তাঁরা সকলেই নারী। সাধারণ মানুষ নিজেদের যতই নারী বা পুরুষ বলে অহঙ্কার করুক না কেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে শ্রীচৈতন্যের মানসিক অবস্থাও ছিল ঠিক রাধারই মতো তাই শ্রীচৈতন্যের ভাবমূর্তিকে আমরা 'রাধাভাবে বিভাবিত গোরাচাঁদ' বলে আখ্যা দেই। মানুষের মনে চৌষট্টি প্রকার বৃত্তি খেলা করে। গোপিনীরা কৃষ্ণের তরে সর্বস্ব ত্যাগ করে দিয়েছিলেন, তবু লজ্জাটা তখনো অবশিষ্ট ছিল। পরম ব্রহ্মকে লাভ করার জন্যে কোন রকম আত্মাভিমান থাকা উচিত নয়। কৃষ্ণ নিজগুণে তাঁদের সেই লজ্জা কেঁড়ে নিয়েছিলেন। এটা এক প্রকার লোকশিক্ষা। কিভাবে ভগবানকে একাগ্র ভাবে পাওয়ার জন্যে সাধনা করা উচিত এ তারই জীবন্ত উদাহরণ। পাপ-পূণ্য- লজ্জা -ঘৃনা- ভয়- সূচি- অসূচি ইত্যাদির ঊর্ধ্বে যেতে না পারলে মোক্ষ প্রাপ্তি হওয়া অসম্বব। মানুষের জন্মগত বৃত্তিগুলো ব্রহ্মত্ব অর্জনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণে ব্রজগোপিনীরা ছিলেন কৃষ্ণঅন্ত প্রাণ। যেমন একটি গানে আছে -- 'আমি সব ছেড়ে মা ধরবো তোমার রাঙ্গা চরণ দুটি'। এখানে ত্যাগের কথা হয়েছে।

আবার অন্য দিকে কৃষ্ণের প্রৌঢ়ত্বের দৃশ্যখানি ছিল একেবারেই বিপরিতধর্মী। কৌরব রাজসভায় দুর্যোধনের প্ররোচনায় দুঃশাসন কর্তৃক গৃহবঁধূ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালে লজ্জা নিবারণ হেতু কৃষ্ণই বস্ত্রের জোগান দিয়েছিলেন। জ্ঞান-বিচারের উৎকর্ষতায়, মহানুভবতায়, হৃদয়ের প্রসারতায়, পক্ষপাতহীন কর্মনৈপুণ্যতার কারণে তিনি আজও মানব হৃদয়ে ইষ্ট দেবতা জ্ঞানে পূজিত। তাঁর মতো রক্ত-মাংসে সৃষ্ট মহান গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব পূর্বেও কখনো ছিলেন না ভবিষ্যতেও তাঁর সমকক্ষ কেউ হবেন না। তিনি ছিলেন স্বয়ং সম্পূর্ণ সাকার বিগ্রহ।

একবার ভেবে দেখুন নিজধর্মে আমৃত্যু কায়েম থাকার ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের মতবাদটা কি স্পষ্ট এবং সাবলীল ! শ্রেয়ান স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ (গীতা ৩/৩৫) অর্থাৎ 'সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা অসম্পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত নিজ ধর্ম পালন অনেক শ্রেয়। স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়। পরধর্ম ভয়ের কারণ হতে পারে'। পিতৃপুরুষদের বংশ পরম্পরাগত রীতিনীতি অবলম্বনের সপক্ষে কৃষ্ণের কি সুন্দর সহজ সরল ইঙ্গিত ! অর্থাৎ 'মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন, হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়, সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে আমরাও হব বরণীয়'। পূর্বপুরুষদের প্রদর্শিত সেই পথকে বেছে নেওয়াই হবে উত্তরপুরুষদের সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মপথ। তিনি বিশেষ কোন ধর্ম নির্বাচনের কথা বলেননি। তিনি প্রাতঃস্মরণীয় পিতৃপুরুষ দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্ম পালনকেই শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করেছেন। সেই ধর্মে আত্মনিয়োগ করাই মনুষ্য জীবনের পরম কর্তব্য। তাতেই চির শান্তি।

কর্মযোগের তত্ত্ব বিবস্বান, মনু, ইক্ষাকু এরা সকলেই জানতেন। চর্চার অভাবে কালের অতলে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। যেমন বৃন্দাবনের ঐতিহ্য এবং গুরুত্ব চিরতরে শেষ হয়ে গিয়েছিল। শ্রীচৈতন্যের সৌজন্যে বৃন্দাবন আবার স্বমহিমায় জেগে ওঠে। যেমন পাতঞ্জল আবিস্কৃত ক্রিয়াযোগ পৃথিবী থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। মহাপ্রাণ বাবাজির নির্দেশে যোগীবর শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের সৌজন্যে ক্রিয়াযোগের পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছিল। ঠিক তেমনি শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনকে প্রথম কর্মযোগের তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেউ কর্মযোগ বিষয়ে অবগত ছিলেন না। দ্বাপর যুগে তিনিই একমাত্র কর্মযোগ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। শুধু জানা নয় এর কার্যকারিতা সম্বন্ধেও তিনি নিজের জীবনে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। সেই সময় তাঁর মতো কর্মী বোধহয় দ্বিতীয় আর একজনও ছিলেন না। ধর্ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে সারা জীবন যুদ্ধ বিবাদে ব্যাপৃত থাকা স্বত্ত্বেও তিনি ছিলেন পরম জ্ঞানী সন্ন্যাসী, ঘোর বৈদান্তিক ও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। তৎসত্ত্বেও তিনি ছিলেন কর্মযোগের আবিস্কর্তা, কর্মযোগের পৃষ্ঠপোষক । কর্মও যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অন্যতম উপায় তা তিনিই সর্বপ্রথম স্পষ্ট ভাষায় বলে গিয়েছেন। গীতা ব্যতীত এই ধরণের স্পষ্ট কথা আর কোন ধর্মগ্রন্থে আছে কিনা আমার জানা নেই। মানুষের জীবিকা নির্বাহের পথ যাই হোক গীতাই তাঁর একমাত্র প্রেরণা। গীতা শুধুমাত্র একটি ধর্মগ্রন্থ নয় সুস্থ ও সুষ্ঠু জীবন যাপনের সহায়কও। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি (গীতা ২/৪৭) অর্থাৎ কর্মে তোমার অধিকার আছে তুমি কর্ম করে যাও কিন্তু কখনোই ফলের আশা করো না। যেমন বাবা-মায়েদের সন্তান মানুষ করার পেছনে সুপ্ত একটি অর্থনৈতিক কারণ নিহিত থাকে। তাঁরা আশা করেন অসময়ে প্রতিদান পাওয়ার। এখানেই তাঁরা মস্তবড় ভুল করেন। আশা নিরাশায় বদলে গেলেই অশেষ দুঃখ পেতে হয়। এই গূঢ় তত্ত্বের বিষয়ে তিনি আমাদের আগাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন। পিতা-মাতার বোঝা উচিত সন্তানদের মানুষ করা তাঁদের অবশ্য কর্তব্য। ফলের আকাঙ্ক্ষা করাই দুঃখের অন্যতম কারণ। আকাঙ্ক্ষা বিজড়িত, ফলাফল যুক্ত কর্মের শেষে কপালে কেবল দুঃখই লেখা থাকে। অনেকটা যেন সেই প্রবাদ বাক্যের মতো স্বতঃসিদ্ধ - 'খাল কেটে ঘরে কুমির আনা'। কর্ম নিঃশর্ত, নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম হওয়াটাই শ্রেয় এতে দুঃখের লেশ মাত্র যুক্ত থাকে না। এটাই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ।

গীতার বাণী এতটাই শক্তিশালী ও তাৎপর্যময় পূর্ণ যে আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কারাগারে বন্দি অবস্থায় থাকাকালীন নিয়মিত গীতা পাঠ করতেন। গীতা পাঠের মাধ্যমেই তাঁরা শক্তি সঞ্চয় করতেন, মৃত্যুভয় জয় করতেন। হাসতে হাসতে তাঁরা ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে মৃত্যু বরণ করতেন। গীতা শুধু ধর্মগ্রন্থ নয় সুষ্ঠু জীবন পালনেরও সহায়ক। গীতার আবেদন সার্বজনীন ও সর্বকালের। যুগে যুগে অবতার বরিষ্ঠ যোগী মহাপুরুষদের আবির্ভাব ভারতবর্ষকে প্রাচীন মিশর ও ব্যাবিলনের মতো ভাগ্য বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে চলেছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই আন্তরিক ভাবে গীতার অনুশীলন করতেন। তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু আমাদের দেশ ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য এই যে গীতার যথার্থ এবং প্রকৃত অনুশীলন হয় না। কারণ যেহেতু তাঁরা ঘোর আত্মকেন্দ্রিক ও দেহসর্বস্ব জীব তাই তাঁরা গীতা নামক বস্তুটিকে কখনো স্পর্শ করার ঔদ্ধত্যেও প্রকাশ করেন না। গার্হস্থ্য বা সন্ন্যাস জীবনের সম্ভাব্য যাবতীয় সমস্যার সমাধান আছে এই গীতাতেই। আমরা হয়তো অনেকেই খোঁজ রাখি না যে, পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মগ্রন্থের মধ্যে গীতার স্থান সর্বোচ্চ। এতাবৎ ষাটটিরও বেশি ভাষায় গীতার অনুবাদ হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর প্রথম বৃহত্তম পুস্তক হিসেবেও গীতা একমেবাদ্বিতীয়ম। দৈর্ঘে তিন মিটার, অক্ষর বিন্যাস ও ছবি সহ পরিমাপ এক একর। আটশো কিলোগ্রাম তার ওজন ভাবা যায় এ কথা ! ২০২০ সালে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গীতার অধ্যায়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আমাদের মনে রাখা উচিৎ এ্যাটম বোমা আবিস্কারের মূল উৎস গীতা। যদিও আমাদের দেশে জীবিতাবস্থায় কেউ গীতা পাঠ করুক বা না করুক মৃত্যুকালে তাঁর বুকের উপর গীতা রাখতে বাড়ির সদস্যদের কখনো ভুল হয় না। তার কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলে গিয়েছেন গীতার মধ্যেই তাঁর উপস্থিতি। তবু আমরা জ্ঞানতঃ গীতার অনুশীলন করি না। গীতার মর্মকথা অনুধাবন করার চেষ্টা করি না। অথচ বিদেহী আত্মার বৈকুণ্ঠ লাভের আশায় মৃতদেহের বুকের উপর গীতা রাখার প্রচলিত রীতি অনুসরণ করে চলেছি যুগ যুগ ধরে। গীতার সার্থকতা এখানেই। কিন্তু তাতে কী বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় ? যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় গীতা কখনো ছুঁয়েও দেখলো না অথচ মৃত্যুকালে বুকে গীতা ধারণ করলেই বুঝি বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হওয়া সম্ভব ? এতে আর কিছুই নয় নিঃসন্দেহে গীতার অবমাননা করা হয়। কৃষ্ণগত প্রাণ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করতে গিয়ে বলেছিলেন -- নমস্তে ভগবনকৃষ্ণ লোকানাং প্রভবাপ্যয়ঃ ত্বং হি কর্তা হৃষীকেশ সংহত্যা চাপরাজিতঃ (মহাভারত ৫১/২) শ্রীকৃষ্ণের জন্মলগ্নের পুণ্য দিনটিকে স্মরণ করেই উদযাপন করা হয় জন্মাষ্টমী উৎসব। এই উপলক্ষে ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রদর্শনী এবং শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উপবাস পালন করে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পুজো করে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করেন। ভারতের সর্বত্র বিশেষ করে মথুরা, বৃন্দাবন ও গোকুলে জনারণ্যের ভিড়ে কৃষ্ণ যে কতখানি জনপ্রিয় এবং তাঁর প্রভাব যে আজও আসমুদ্র হিমাচল পর্যন্ত বিস্তৃত এটা অনুধাবন করতে কষ্ট হয় না। সেখানে অষ্টপ্রহর ব্যাপী চলে নৃত্য, গীত, ভজন, পূজন ও ভাগবত পাঠ। এই উৎসব বহির্ভারতের নানা দেশেও পরম উৎসাহে এবং উদ্দীপনা সহকারে উদযাপিত হয়ে থাকে। যতদিন এই সৃষ্টি বিনাশ না হয় ততদিন পর্যন্ত আপামর মানুষ উদযাপন করবে এই মহোৎসব !

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

দুবাইয়ে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা মমতার, আমন্ত্রণ পরস্পরকে

দুবাই, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মাদ্রিদে পৌঁছনোর আগেই শ্রীলঙ্কায় যাওয়ার আমন্ত্রণ পেলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, কলকাতা থেকে স্পেন উড়ে যাওয়ার পথে সংযোগকারী বিমানের জন্য দুবাইয়ে একটা লম্বা সময় থাকতে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। সেখানেই তাঁর সঙ্গে আচমকাই শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রণিল বিক্রমাসিঙ্ঘের দেখা হয়। প্রথমে সৌজন্য বিনিময় এবং পরবর্তীতে কিছুক্ষণ কথা হয় দু'জনের মধ্যে।

তারই ফাঁকে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সে দেশে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। কলকাতা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই সফরে রয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী এবং একটি প্রতিনিধি দল। বুধবার সকাল দশটায় দুবাই থেকে সরাসরি বিমানে মাদ্রিদ যাওয়ার বিমানে ওঠার কথা ছিল। তার জন্য দুবাই এয়ারপোর্টের টার্মিনালে অপেক্ষা করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেখানে আচমকাই শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাঁর। মুখ্যমন্ত্রীকে দেখামাত্র তাঁকে ডেকে নেন তিনি। দু'জনের মধ্যে মিনিট পনেরো কথা হয়। যতদূর জানা গিয়েছে এই কথোপকথনের সময়ই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে শ্রীলঙ্কায় যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট।

একইসঙ্গে বিক্রমাসিঙ্ঘেকে কলকাতায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। চলতি বছর নভেম্বর মাসেই রাজ্যে বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন রয়েছে সেখানেই শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে এয়ারপোর্টে সাময়িক সময়ের অবসরেও নিজের শিল্পকর্মে মগ্ন থাকতে দেখা যায়। বিমানবন্দরে বসে থাকাকালীন রং তুলি নিজের হাতে তুলে নেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই ছবিও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ্যে এসেছে।

এখনও পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর যা সফরসূচি, তাতে বুধবার বিকেলের পরে মাদ্রিদ পৌঁছবেন তিনি। বৃহস্পতিবার তাঁর সঙ্গে স্পেনের লা লিগার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ার তেভাজের বৈঠক। সেখানে থাকার কথা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং কলকাতার তিন প্রধান ক্লাব মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডান কর্তাদের।

দুবাই বিমানবন্দরে মমতার ছবি, ব্যাপক সমালোচনা আমজনতার

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দুবাই থেকে স্পেনের ফ্লাইট ধরার পথে সাধারণের সঙ্গে মেট্রো রেলে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ছবি বুধবার সামাজিক মাধ্যমে আসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ট্রোল। একটি সংবাদ চ্যানেলে ছবিটি দেওয়ার এক ঘন্টা বাদে, বেলা সাড়ে ১১টায় লাইক, মন্তব্য শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৩ হাজার ১০০, ৫৯১ ও ৩৮।

শুভেন্দু বিশ্বাস লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোনও ক্ষমতা নেই।"

বিজয়া পাল ব্যঙ্গ করে লিখেছেন, "ওমা কি সাধারণ , নিরহঙ্কারী ! আহারে ভাবা যায়!"

সুব্রত মুখার্জি লিখেছেন, "স্পেনে তৃণমূল ভবন উদ্বোধন করল দেশের প্রধান মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এর সঙ্গে দুবাইতে তৃণমূলের সদর দফতর ও দুবাই পুলিশের সঙ্গে বাংলার লুঙ্গি পুলিশ কাজ করবে, তথা বাংলায় এসে শিল্প গাছে কি করে ফলে তার টেকনোলিস্টদের সঙ্গে বিশ্লেষণ করবেন বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী কুণাল ঘোষ। এর ফলে বাংলায় শিল্প ঘরে ঘরে গাছে গাছে ভরে যাবে।"

প্রশান্ত সাঁতরা সুব্রত মুখার্জির উদ্দেশে লিখেছেন, "তাহলে টিএমসি তো ইন্টারন্যাশনাল পার্টি হয়ে গেলো"। সোমা দত্ত দাস লিখেছেন, "উনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, দুবাইয়ের নয় এটা বোধহয় রিপোর্টার ভুলে গেছে। এই ছবি গুলো তুলে কে দিচ্ছে কুনাল চোর?"

জয়দীপ দাশগুপ্ত লিখেছেন, "বাংলার থেকে যে দিন টাটা চলে গেল যেই দিন থেকে কোনও দেশীয় বিদেশী শিল্পপতি বাংলায় আসবে না, এটা বাংলার সবাই জানেন।এই বাংলায় শিল্পের পরিবেশ নেই শুধু রাজনীতি আছে।"

সঞ্জীব মুখার্জি লিখেছেন, "অষ্টম আশ্চর্যকে দেখতে লোক জড়ো হয়ে যায়নি দেখে আমি অবাক।" অজয় সরকার লিখেছেন, "আচ্ছা পিসিমনি তো ভারতবর্ষের সেরা মুখ্যমন্ত্রী তাহলে কেউ বসতে জায়গা দিল না কেন?"

চিত্তরঞ্জন ধর লিখেছেন, "লগ্নীর নামে তো একটি পাক্কা অশ্বডিম্বই নিশ্চিত.. আমরা আগেও বারে বারে দেখে নিয়েছি, দেশের তথা বিশ্বের অন্যতম শিল্পপতি রতন টাটাকে এরাজ্য থেকে তাড়ানো হয়েছে..!! ভবিষ্যতে আর কোন শিল্পপতি একটা আলপিনের ফ্যাক্টরি করতেও পশ্চিমবঙ্গে আসবে বলে মনে হয়? আমরা তো গত ১২ বছর ধরে দেখলাম.. কতশত ইন্ডাস্ট্রি পশ্চিমবঙ্গে এসেছে.. কি সাংঘাতিক মাপের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে... কতইনা শত সহস্র বেকার ছেলে, সাংঘাতিক মাপের চাকরি করছে... তেলেভাজা আর চপ মুড়ি বিক্রি করা ছাড়াও !! মনে হয় না সেটা অশ্বডিম্বের সমান ?? নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের টাকা তো খরচ হচ্ছে না... বুড়ো বয়সে (সারা জীবন তো পারেননি) শুধুমাত্র জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকায় বিদেশ ঘোরা পরিবার এবং সপারিষদে... ওটা ফুর্তি করা ছাড়া আর যে কিছুই না , সেটা আমরা হলেও সবটুকুই বুঝি। অন্তত এটাও বুঝি এবং ?? দেখছি.. গত ১২ বছরে কটা আলপিন তৈরির ইন্ডাস্ট্রি পশ্চিমবঙ্গে এসেছে !!

দত্তপুকুরে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়িতে ভাঙচুর, অভিযোগ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বর

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফের প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়িতে ভাঙচুর অভিযোগ দলেরই অপর পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীর বিরুদ্ধে।

ঘটনাটি ঘটেছে দত্তপুকুর থানা এলাকায় ছোটজাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে সুশান্ত দাস(পুটু) বিরুদ্ধে।

কয়েকদিন আগে ছোট জাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রধানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল তারাপীঠে ঘুরতে যায়। সেখানেই একটি তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়। এরপরই বুধবার সকালে মৃতদেহ তাঁর বাড়ির সামনে নিয়ে গিয়ে ভাঙচুর চালানো হয়।

এমনটাই অভিযোগ পঞ্চায়েত সদস্যার। যদিও অভিযুক্তরা অভিযোগ অস্বীকার করেন।

সুশান্ত দাস বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। কোনও বাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেনি। শুধুমাত্র পঞ্চায়েত প্রধানের অনুগামীদের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্যের কারণেই এরকম অভিযোগ তোলা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই গোটা বিষয় তদন্ত করছে দত্তপুকুর থানার পুলিশ।

ভরতপুরে ট্রেলার ও বাসের সংঘর্ষে মৃত ১২; অর্থ সাহায্য ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর, শোকপ্রকাশ গেহলটের

ভরতপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজস্থানের ভরতপুর জেলায় ট্রেলার ও বাসের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ১২ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১১ জন। বুধবার ভোর ৪.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ভরতপুর জেলার হানত্রার কাছে জয়পুর-আগ্রা হাইওয়ের ওপর। পুলিশ জানিয়েছে, লখনপুর এলাকার অন্ত্রা ফ্লাইওভারে বাসটি থেমেছিল, সেই বাসের পিছনে ট্রেলারটি ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনাস্থলেই ৫ জন পুরুষ ও ৬ জন মহিলার মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরে আরও একজনের মৃত্যু হয়। ভরতপুরের পুলিশ সুপার মৃদুল কাচাওয়া বলেছেন, বাসের যাত্রীরা গুজরাটের ভাবনগর থেকে উত্তর প্রদেশের মথুরায় যাচ্ছিলেন। ভোর ৪.৩০ মিনিট নাগাদ লখনপুর এলাকার অন্ত্রা ফ্লাইওভারে বাসটি থেমেছিল, সেই বাসের পিছনে ট্রেলারটি ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনাস্থলেই ১১ জনের মৃত্যু হয় ও ১২ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে একজন প্রাণ হারান। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজস্থানের ভরতপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্বজনদের প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। আহতদের প্রত্যেককে দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা করে। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটও। মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, ভরতপুরে দুর্ঘটনায় গভীরভাবে দুঃখিত। ঈশ্বরের কাছে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী গেহলট। দুঃখপ্রকাশ করেছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলও। গুজরাট সরকারের পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারপিছু ৪ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

সাত সকালে গুলি পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষে

পূর্ব বর্ধমান, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বুধবার সাত সকালে গুলি চালানোর ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ এলাকায়। গুলির আঘাতে গুরুতর জখম হন অভিজিৎ রায় নামে এক ব্যক্তি। তাঁকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে খণ্ডঘোষের আড়িন গ্রামে বাইকে চেপে এক দুষ্কৃতী এসে অভিজিৎ ওরফে দুষ্টুকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন ওই যুবক। এরপরই দ্রুতগতিতে বাইক নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীটি। পরে স্থানীয় ও পরিবারের লোকজন আহত যুবককে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অভিজিৎ। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আঘাত গুরুতর হওয়ায় অস্ত্রোপচার করা হবে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দুষ্কৃতীটি কালো টি শার্ট ও প্যান্ট পরে ছিল। আর হেলমেট পরে থাকায় তাকে চেনা যায়নি। গ্রাম ছাড়ার সময় দুটো ছাগলকেও চাপা দেয় বলে অভিযোগ। এমনকী পালানোর সময় শূন্যেও গুলি চালায়। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কী কারণে এই ঘটনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, টাকা-পয়সার দেনা পাওনা সংক্রান্ত বিবাদে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। অভিজিতের কাছে পাওনা টাকা আদায় করতে এসেছিল এক যুবক। তাদের কথাবার্তাও হয়। তারপর অভিজিৎ শৌচালয়ে যায়। সেখান থেকে বেরনোর পরই তাঁকে গুলি করা হয় বলে জানতে পেরেছে পুলিশ।

ভিয়েতনামে ৯-তলা ভবনে বিধ্বংসী আগুন, কমপক্ষে ৫০ জনের মৃত্যু

হ্যানয়, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ের একটি ৯-তলা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কমপক্ষে ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, মঙ্গলবার মধ্যরাতের ঠিক আগে ৯-তলা বিল্ডিংয়ের পার্কিং ফ্লোরে আগুনের সূত্রপাত হয়, সেখানে অনেক মোটরবাইক ছিল। যখন আগুন লাগে, তখন অনেক বাসিন্দা বাড়িতে ছিলেন। ৪৫টি পরিবার সেখানে বসবাস করে। দমকল কর্মীদের অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে পৌঁছাতে বেশ বেগ পেতে হয় কারণ বিল্ডিংটি একটি সরু গলির মধ্যে অবস্থিত। বিল্ডিং থেকে ৩০০ থেকে ৪০০ মিটার দূরে দমকলের ইঞ্জিন দাঁড় করাতে হয়। বুধবার সকালে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের পর ৭০ জনকে উদ্ধার করা হয়, তাঁদের মধ্যে ৫৪ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আগ্নিকাণ্ডে ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছে এবং উদ্ধার অভিযান চলছে। পুলিশ আগুনের কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে।

গুজরাট বিধানসভার ডিজিটাল হাউস উদ্বোধন করলেন রাষ্ট্রপতি, তুলে ধরলেন প্রযুক্তির সুফলের কথা

গান্ধীনগর, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বুধবার গুজরাট বিধানসভার ডিজিটাল হাউস উদ্বোধন করেছেন। জাতীয় ই-বিধান অ্যাপ্লিকেশন প্রকল্পের সূচনার পরে বিধায়কদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'এক দেশ, এক অ্যাপ্লিকেশন' বিধানসভার কাজে গতি এবং স্বচ্ছতা আনবে। তিনি বলেন, জনপ্রতিনিধিদের নিজস্ব নির্বাচনী এলাকার নাগরিকদের মুখোমুখি স্থানীয় সমস্যাগুলি আরও ভালভাবে তুলে ধরতে সহায়তা করবে প্রযুক্তি।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ডিজিটাইজেশনের পরে এই বিধানসভা সেরা অনুশীলনগুলিও গ্রহণ করতে পারে। এই ঐতিহাসিক উদ্যোগের জন্য নিজের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বিধানসভায় নারীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন।

একইসঙ্গে এনার্জি, স্টার্ট আপ, শিক্ষা এবং পরিবেশ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুজরাটের অবদানেরও প্রশংসা করেন রাষ্ট্রপতি। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল এই প্রাপ্তিকে গুজরাট বিধানসভার জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত বলেছেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যে ডিজিটাল পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে যা প্রশাসনে দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা এনেছে। বিধানসভার স্পিকার শঙ্কর চৌধুরী জানিয়েছেন, ডিজিটাল ব্যবহারের জন্য প্রতিটি বিধায়ককে দু'টি করে ট্যাবলেট দেওয়া হয়েছে।

বাদুড়িয়ায় স্ত্রী কন্যাকে কুপিয়ে খুন করে স্বামীর আত্মসমর্পণ

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : স্ত্রী, কন্যাকে কুপিয়ে খুন করে থানায় আত্মসমর্পণ করলেন বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার রামচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্দীপ পাল।

খাসপুর গ্রামের ঘটনা। বুধবার ভোররাতে স্ত্রী মৌসুমী ও বছর আটের কন্যা সৌমিলি পালকে কুপিয়ে খুন করে ভোরবেলায় আত্মসমর্পণ করে ওই ব্যক্তি। এলাকায় এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শ্বশুর সন্ন্যাসী পাল ও শাশুড়িকে আটক করেছে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ।

বছর ৩৫ এর সন্দীপের দীর্ঘদিন ধরে স্ত্রী মৌসুমী পালের সঙ্গে পারিবারিক দাম্পত্য কলহ লেগেছিল। গণ্ডগোলের জেরে দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয়। এই নিয়ে একাধিকবার সালিশি সভা বসলেও কোনও সমাধান সূত্র পাওয়া যায়নি।

এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঠিক কী কারণে এই ধরনের পদক্ষেপ করল ওই ব্যক্তি তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিকভাবে তদন্তে উঠে এসেছে, দাম্পত্য কলহ থেকেই এই ঘটনা ঘটেছে। এই বিষয়ে পুলিশ ওই ব্যক্তির নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

রাজৌরি এনকাউন্টারে নিকেশ দ্বিতীয় জঙ্গি, দ্বিতীয় দিনেও অভিযান জারি রয়েছে

জম্মু, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দ্বিতীয় জঙ্গি। বুধবার জম্মুর এডিজিপি মুকেশ সিং বলেছেন, 'রাজৌরির নারলা এলাকায় এনকাউন্টারে দ্বিতীয় সন্ত্রাসীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।' মঙ্গলবারই রাজৌরির নারলা এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয় এক সন্ত্রাসবাদী। তবে, জঙ্গিদের গুলিতে শহীদ হন একজন সৈনিক, ৩ জন জওয়ান আহত হন। এছাড়াও ৬ বছর বয়সী একটি কুকুর (মহিলা ল্যাব্রাডর) এনকাউন্টারের সময় নিজ হ্যান্ডলারকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবন দিয়েছে। মঙ্গলবার সেই এনকাউন্টার বুধবারও চলছে। ওই এলাকায় লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। বুধবার জম্মুর এডিজিপি মুকেশ সিং বলেছেন, 'রাজৌরির নারলা এলাকায় এনকাউন্টারে দ্বিতীয় সন্ত্রাসীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।'

পেরুর বিরুদ্ধে ব্রাজিলের কষ্টার্জিত জয়

লিমা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পেরুর মাটি থেকে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছিল ব্রাজিলকে। একের পর এক গোল করেও অফসাইডের কবলে পড়ে হতাশ হতে হচ্ছিল পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের। তবে শেষ পর্যন্ত সেই আক্ষেপ দূর হলো নেইমার ম্যাজিকে। বুধবার (১৩ সেপ্টেম্বর) ভারতীয় সময় সকাল ৭.৩০ মিনিটে পেরুর লিমায় মুখোমুখি হয়েছিল ব্রাজিল ও স্বাগতিক পেরু।

ম্যাচটিতে ১-০ গোলের জয় পায় ব্রাজিল। খেলার শেষ দিকে কর্নার পায় ব্রাজিল। নেইমারের অসাধারণ কর্নার কিক থেকে জয়সূচক একমাত্র গোলটি করেন ব্রাজিল ডিফেন্ডার ও পিএসজি তারকা মারকুইনহোস। স্বাগতিক পেরু ৬ বার আক্রমণ এসে গোলে শট নিতে ব্যর্থ হয়। যার ফলে ঘরের মাটিতে হার দেখতে হল তাদের।

পুতিন ও কিম জং উনের মধ্যে সাক্ষাৎ, খুশি ব্যক্ত করলেন রুশ প্রেসিডেন্ট

মস্কো, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং উন বুধবার স্পেস সেন্টারে সাক্ষাৎ করেন। রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং উন বুধবার রাশিয়ার ভোস্টোচনি কসমোড্রোম স্পেস সেন্টারে দেখা করে বৈঠকে বসেন। পুতিন সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, তাদের দুজনের আলোচনা করার জন্য বিবিধ বিষয়বস্তু রয়েছে। পুতিন জানান, রাশিয়ায় কিম জং উনকে আবার দেখে এবং স্বাগত জানাতে পেরে আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি। পুতিন কিমের পাশে বসে বলেন, আমাদের অবশ্যই অর্থনৈতিক সহযোগিতা, মানবিক সমস্যা এবং অঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন। আমাদের আলোচনা করার জন্য অনেক বিষয়বস্তু রয়েছে। কিম, পুতিনকে দেশে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কিম বলেছেন, দুই দেশের অনেক সমস্যা রয়েছে যা তাদের উভয়ের সহযোগিতায় সমাধান করা সম্ভব। কিম আরও বলেন, এই পরিস্থিতিতে আমি বিশ্বাস করি আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

অদূর ভবিষ্যতে ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হতে পারেন

কাজ থেকে ফিরে বিছানায় পিঠ ঠেকালেই দু'চোখ বুজে আসার কথা। তা নয়, উল্টে বিছানায় শুয়ে শুধু এ পাশ আর ও পাশ। মাথায় নানা রকম চিন্তা ভিড় করে আসছে। ভাবছেন, শুধু শুধু রাতে জেগে না থেকে বরং ৭-৮ পর্বের গোটা একটি সিরিজ দেখে কাটিয়ে দেওয়া যেতেই পারে। আর এই অভ্যাসেই ঘটছে বিপত্তি। রাতে পর্যাপ্ত ঘুম না হলে দিনের বেলা ঘুমের ভাব, ক্লান্তি থেকে যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, দীর্ঘ দিন ধরে চলা এই অভ্যাস টাইপ-২ ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে কয়েক গুণ। তথ্যটি ''অ্যানালস অফ ইন্টারনাল মেডিসিন'' জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। বার্মিংহাম অ্যান্ড উইমেন'স হসপিটাল এবং হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের গবেষক সিনা কিয়ানারসির নেতৃত্বাধীন একদল গবেষক এই বিষয়ে গবেষণা করেছেন।

শরীরের নিজস্ব একটি ঘড়ি আছে। যার উপর নির্ভর করে শারীরবৃত্তীয় সমস্ত কাজকর্ম। ঘুম আনতে সাহায্য করে যে মেলাটোনিন হরমোন, তার ক্ষরণও নির্ভর করে এই ঘড়ির উপর। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে ঘুমের স্বাভাবিক চক্র ব্যাহত হবেই। হাসপাতালে কর্মরত প্রায় ৬৫ হাজার সেবিকাকে নিয়ে এই সমীক্ষা করা হয়েছিল। পেশার তাগিদে তাঁদের রাত জাগতেই হয়। খাওয়া-ঘুম কোনও কিছুই সময় মেনে করতে পারেন না তাঁরা। এমন কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের রক্তেই শর্করার পরিমাণ বেশি বা অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন গবেষকেরা।

গবেষকেরা জানিয়েছেন, পর্যাপ্ত ঘুম না হলে শুধু ডায়াবিটিস নয়, হার্টের ধমনীতে ব্লকেজের সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে। এ ছাড়াও স্ট্রোক বা বিভিন্ন কার্ডিওভাসকুলার রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও বাড়ে। রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গেলে তা অন্যান্য মারণরোগের ক্ষেত্রে অনুঘটকের মতো কাজ করে। তা ছাড়াও রাত জাগার সঙ্গে ধূমপান এবং মদ্যপানের যোগও রয়েছে। তবে ডায়াবিটিস কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই জিনের উপরেও নির্ভর করে।

মেথির গুণেই হবে ইচ্ছাপূরণ

পুজো আসতে আর মাসখানেক বাকি। ইতিমধ্যেই চার দিকে সাজ সাজ রব। অনলাইন বিপণিগুলিতে হালফ্যাশনের পোশাক বাছাই শুরু হয়ে গিয়েছে! তবে পুজোর আগে পেট ও তার চারপাশের বাড়তি মেদ রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। মেদ কমাতে জিম, যোগাভ্যাস, কড়া ডায়েট কোনও কিছুতেই খামতি রাখতে নারাজ তরুণ-তরুণীরা। সবই যখন করছেন, তখন ঘরোয়া টোটকাই বা বাদ যায় কেন? রোজ মেথি খেলেও ভুঁড়ি কমতে পারে। কিন্তু মেথিকে ঠিক কী উপায়ে ব্যবহার করলে শরীরের অতিরিক্ত মেদ ঝরানো সম্ভব, জানতে হবে সেই কায়দা।

মেথি জল: পেটগরম হলে অনেকেই মেথির জল খান। পেট ঠান্ডা করার পাশাপাশি এই পানীয় কিন্তু খিদেও কমাতেও সাহায্য করে। খাওয়ার ইচ্ছা কমে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই ওজনও নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়। এক কাপ জলে ১ টেবিল চামচ মেথি সারা রাত ভিজিয়ে রাখুন। তার পর সকালে জল ছেঁকে খেয়ে নিন খালি পেটে।

মেথি গুঁড়ো: মেথিতে রয়েছে ভরপুর মাত্রায় ক্যারোটিনয়েড, যা দ্রুত ওজন কমাতে পারে। বাজারচলতি মেথি গুঁড়োর উপর ভরসা না করে, বাড়িতেই শুকনো খোলায় মেথি ভেজে গুঁড়িয়ে নিন। এর পর তা গরম জলে মিশিয়ে খান। এই জলে লেবু ও মধুও মেশাতে পারেন। মেথি চা: সকালে উঠেই চায়ে চুমুক দেওয়ার অভ্যাস? সেই চায়েই দিয়ে দিতে পারেন কয়েকটা মেথি দানা। হজমশক্তি তো বাড়বেই, সঙ্গে রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তেতো স্বাদ ভাল না লাগলে স্বাদ বৃদ্ধি করতে চায়ে এলাচ বা আদাও দিতে পারেন। খালি পেটে এমন চা খেলে মেদ ঝরবে খুব সহজে।

অঙ্কুরিত মেথি: ভিটামিন ও নানা খনিজে পূর্ণ মেথি দানা হজমশক্তি বাড়ায়। একটি পাত্রে মেথি বীজ নিয়ে তার উপর একটি ভিজে কাপড় ঢাকা দিয়ে রাখুন। মাঝেমাঝেই কাপড়টিতে জল দিন। দিন তিনেক পর মেথি বীজের অঙ্কুরোদ্গম হবে। এই অঙ্কুরিত মেথিও নিয়মিত খেতে পারলে ওজন ঝরবে দ্রুত।

বৃষ্টির সময়ে বাতানুকূল যন্ত্র ঠিক রাখার কৌশল আলাদা

বর্ষায় হাঁসফাস করা গরম থাকে না। বৃষ্টি পড়লে পরিবেশ ঠান্ডা থাকে। বর্ষার মিষ্টি হাওয়ায় আলাদা করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র চালানোর প্রয়োজন পড়ে না। ব্যবহার না করলেও একেবারে ব্রাত্য করে রাখলে কিন্তু চলবে না। বর্ষায় যত্ন নিতে হবে এই যন্ত্রের। বর্ষাকাল মানেই চারদিকে স্যাঁতসেঁতে একটা ভাব।

এই আবহাওয়ায় খাবারদাবার থেকে শুরু করে যন্ত্রপাতি সবেরই যত্ন প্রয়োজন। ব্যবহার হলে এক রকম। কিন্তু দীর্ঘ দিন ব্যবহার না করলে এসি খারাপ হয়ে যেতে পারে। সেই ঝুঁকি বাতানুকূল যন্ত্রের দেখাশোনায় নজর দিন। বর্ষায় কী ভাবে নেবেন এসি-র যত্ন?

১) বর্ষাকাল মানেই যখন-তখন ঝড়বৃষ্টি। কখনও কখনও

মুষলধারে বৃষ্টিও হয়। সেই সঙ্গে বজ্রপাত। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়ে যদি দেখেন আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই, তা হলেও এসি-র প্লাগ খুলে রাখুন। সতর্কতার কোনও মার নেই।

২) বর্ষায় এসি "ড্রাই মোডে" করে রাখুন। এ সময়ে ঘরের আর্দ্রতা দূর করারও অন্যতম উপায় এটি। এসি ড্রাই মোডে করে রাখলে দীর্ঘ দিন পর চালালে যান্ত্রিক কোনও গোলযোগ দেখা দেওয়ার ঝুঁকি কম থাকে।

৩) এসি-র বাইরের অংশ প্রতিদিন এক বার করে মুছে নেওয়া জরুরি। ঝড়-বৃষ্টির মরসুম। ধুলোবালি উড়ে এসে জমা হতে পারে এসি-র গায়ে। ধুলো জমে জমে এই যন্ত্র কমজোরি হয়ে পড়তে পারে। অনেক সময়ে ধুলোর কারণে এসি-র ফিল্টার এবং কয়েল নষ্ট হয়ে যায়। তাই ধুলোবালি পরিষ্কার করা জরুরি।

৪) বর্ষায় সব সময়ে এসি চালানোর দরকার পড়ে না। কিন্তু কখনও যদি দরকার পড়ে, তবে এসি-র তাপমাত্রা ২৫-৩০ ডিগ্রির মধ্যে রাখাই ভাল। বর্ষার আবহাওয়ায় এই তাপমাত্রায় সবচেয়ে বেশি স্বস্তি পাবেন। তা ছাড়া, এই তাপমাত্রায় এসি চালালে বিদ্যুতের বিলও কম আসবে। ৫) বর্ষায় এসি-র এয়ার ফিল্টারের বাড়তি যত্ন নিন। কারণ, এই মরসুমে এখানে জল ঢুকে কিংবা অন্য কোনও কারণে হাওয়া চলাচলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। হাওয়া চলাচল করতে না পারলে এসি খারাপ হয়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কা থাকে। তাই ফিল্টারের যত্ন নেওয়া জরুরি।

ফলের খোসা না ফেলে বরং রূপচর্চায় ব্যবহার করুন

শরীর ভাল রাখতে ফল খাওয়ার কোনও বিকল্প নেই। প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি থেকে ভিতর থেকে তরতাজা রাখা ফলের ভূমিকা অপরিহার্য। তবে শুধু ফল নয়। ফলের খোসাও কিন্তু কম উপকারী নয়। বিশেষ করে রূপচর্চায় বেশ কিছু ফলের খোসা কার্যকরী। ত্বকের যত্নে অনেকেই নানা ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করেন। বাজারচলতি প্রসাধনীর বদলে ঘরোয়া টোটকায় বেশি ভরসা অনেকেরই।

সে ক্ষেত্রে চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখতে পারেন কয়েকটি ফলের খোসার উপর।

কলার খোসা

কলা ছাড়িয়ে তার খোসা মুখে লাগান। এই খোসা শুধু আপনার

মুখের ট্যানিং দূর করবে না, এই খোসা ব্যবহার করলে ত্বক টানটান থাকবে। এতে মুখের গর্ত বা বড় হয়ে যাওয়া কোষ.অনেকটা মিলিয়ে যায়। ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেশিয়াম আর পটাশিয়ামে সমৃদ্ধ এই খোসা আপনার দাঁতের জেল্লা ফেরাতেও দারুণ উপকারী।

আপেলের খোসা

আপেলের খোসা ফাইবারে ভরপুর। কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে। কোলেস্টেরল কমাতেও সাহায্য করে। আপেলের খোসা ভিটামিন সি এবং এ সমৃদ্ধ। তাই এটি ত্বকের জন্য দারুণ উপকারী। আপেলের খোসার মধ্যে রয়েছে আরসোলিক অ্যাসিড, যা ক্যালোরি পোড়াতে সাহায্য করে, স্থূলতার ঝুঁকি কমায়। কমলালেবুর খোসা কমলালেবুতে যে পরিমাণে ভিটামিন রয়েছে, তার থেকে প্রায় পাঁচ থেকে দশ গুণ বেশি ভিটামিন রয়েছে লেবুর খোসায়। এতে রয়েছে বিটা ক্যারোটিন, ফোলেট, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং পটাশিয়াম, যা আমাদের শরীরের জন্য উপকারী। বিভিন্ন রান্নায় এই খোসা ব্যবহার করা যেতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এমনকি হার্টের রোগীদের জন্য এই খোসা দারুণ উপকারী। ত্বকের জেল্লা বাড়াতেও এই খোসার কোনও তুলনা নেই।

ইতিহাস-ভূগোলের পড়া মুখস্থ করতে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন?

স্কুলে পড়ার সময়ে ইতিহাস, ভূগোলের মতো বিষয় খুব কঠিন মনে হত। কিছুতেই সাল, তারিখ মনে থাকত না। এক দেশের রাজধানীকে অবলীলায় অন্য দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন। কিন্তু স্কুল-কলেজ পেরিয়ে এসেও যে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়েছেন, তা নয়। চাকরির পরীক্ষা দিতে গিয়েও সেই এক সমস্যা। কিছুতেই পড়া মনে রাখতে পারছেন না।

তবে অভিজ্ঞরা বলছেন, এই সমস্যা থেকে রেহাই মিলতে পারে ছোটবেলার অভ্যাসে। কী ভাবে জানেন?

১) ভোরবেলা পড়তে হবে

ঘুম থেকে ওঠার পর মন শান্ত থাকে। মাথায় পারিপার্শ্বিক চিন্তাভাবনা থাকে না। তাই এই সময়ে খুব কঠিন কিছু পড়লে, তা সহজেই মনে থেকে যায়। ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও এই প্রাচীন পদ্ধতি দারুণ ভাবে কাজ করে।

২) লিখে রাখতে হবে

ইতিহাস, ভূগোল পড়তে গিয়ে দিন-রাত এক করে ফেলছেন, অথচ পড়া কিছুতেই মুখস্থ করতে পারছেন না। সে ক্ষেত্রে উপায় একটিই। যা কিছু পড়ছেন, তা আত্মস্থ করে লিখে ফেলতে হবে। ২০২১ সালে জাপানে হওয়া একটি সমীক্ষা বলছে, কাগজ-কলম ব্যবহার করে পড়া জিনিস লিখে রাখলে তা মনে রাখা সহজ হয়।

৩) মনে মনে ভাবতে হবে

পড়ার পর খাতায় তা লিখে ফেলুন। কিন্তু লিখে ফেলে রাখলে হবে না। যা যা লিখে রাখলেন, মনে মনে তা ভাবুন। নিজের লেখা জিনিস বার বার মনে করলে তা আত্মস্থ করা সহজ হয়। মনে থাকে অনেক দিন।

৪) নির্দিষ্ট সময়

পড়া মনে রাখতে গেলে নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি দিন পড়তে বসতে হবে। যেমন স্কুলের নির্দিষ্ট সময় থাকে, তেমন নিয়মই বাড়িতে চালু করুন। কোন বিষয়, কখন পড়বেন তা রুটিনের মতো করে সেট করে নিন।

৫) বার বার পড়া

কোনও বিষয় মনে রাখতে গেলে বার দুয়েক পড়লেই হয় না। অন্তত পক্ষে বার পাঁচেক পড়ার পর বিষয়টি বুঝতে শুরু করতে পারেন কেউ। তার পর তা লিখে রাখলে বিষয়টি আত্মস্থ হয়। কিন্তু তা দীর্ঘ দিন মনে রাখতে গেলে মাঝে-মধ্যেই ওই বিষয়টি পড়তে হবে।

জটিল সংক্রমণের উপসর্গ সাধারণ সর্দি-কাশির মতোই

অসুস্থতার আসল কারণ ধরতে পারেননি চিকিতকেরা। ভুল চিকিতায় মৃত্যু হল অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা ৫ বছর বয়সি ক্যাথি কাসিসের। একরত্তি মেয়েকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন মৃত শিশুর বাবা-মা জ্যাজ এবং জাস্টিন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং যে চিকিতকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন তাঁরা।

ময়নাতদন্তের পর জানা গিয়েছে যে, ক্যাথির মৃত্যু হয়েছে ''এ স্ট্র্যাপ'' নামক একটি ক্ষতিকারক জীবাণু সংক্রমণের কারণে।

কিন্তু চিকিতকেরা ক্যাথির বাবা-মাকে জানিয়েছিলেন, সামান্য ঠান্ডা লেগেছে। নিয়ম করে ওষুধ খেলেই ঠিক হয়ে যাবে। স্থানীয় একটি রেডিয়ো চ্যানেলকে গোটা ঘটনাটি সবিস্তারে জানিয়েছেন তাঁরা।

সপ্তাহ দুয়েক আগে হঠাত অসুস্থ হয়ে পড়ে ক্যাথি। সর্দি-কাশি, গলাব্যথা, সেই সঙ্গে ধুম জ্বর। ক্যাথির ঠান্ডা লাগার ধাত রয়েছে। তাই বাবা-মায়ের মনে হয়েছিল হঠাৎ ঠান্ডা লেগেই এমন হচ্ছে। কিন্তু দু'দিন পেরিয়ে যাওয়ার পরেও জ্বর না কমায় মেয়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। গলাতে এতই অসহনীয় ব্যথা ছিল যে ক্যাথির কথাও বলতেও পারছিল না। তাই আর দেরি না করে ক্যাথিকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁরা। সেখানে চিকিতকেরা ক্যাথির শারীরিক পরীক্ষার পর জানান যে সাধারণ সর্দি-কাশি হয়েছে। গলাব্যথার কারণও অত্যধিক ঠান্ডা লাগা। ওষুধ খেলে আর কয়েক দিন নজরদারিতে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে। পরের দিন হাসপাতাল থেকে এক প্রকার জোর করেই বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বাড়িতে নিয়ে আসার পরের দিন থেকেই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ক্যাথির বাবা-মা চিকিতককে ফোন করলে তিনি বলেন, ঠান্ডা লাগার ওষুধ

খাওয়াতে। সেই মুহূর্তে পরিস্থিতি সামলে গেলেও দু'দিন পরেই এক সকালে জ্যাজ এবং জাস্টিন দেখেন ক্যাথির ঠোঁট নীল হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্সে করে কাছের একটি শিশু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে ভর্তি করার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে মৃত্যু হয় শিশুটির। স্ট্রেপ এ ভাইরাসের প্রকোপ এখন সবচেয়ে বেশি অস্ট্রেলিয়াতেই। গোটা বিশ্বে ৫০ হাজার মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত। যে কোনও বয়সেই এই ভাইরাস হানা দিয়ে পারে শরীরে। তবে অস্ট্রেলিয়াতে মূলত শিশুরাই এই সংক্রমণের শিকার হচ্ছে। ''ল্যানসেট''-এর গবেষণা সে কথাই বলছে। স্ট্রেপ এ ভাইরাসের উপসর্গ হল প্রচণ্ড গলাব্যথা, জ্বর সেই সঙ্গে গা, হাত-পায়ে ব্যথা, অনবরত বমি। ভারতে এই ভাইরাসের প্রকোপ এখনও পর্যন্ত অনেক কম। তবে এমন কোনও উপসর্গ শিশুর মধ্যে দেখা দিলে বাড়িতে ফেলে না রেখে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই শ্রেয়।

কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে সত্যিই কি চুল পড়ার পরিমাণ কমে?

চুল ভাল রাখতে মাথার ত্বকের যত্ন নিচ্ছেন নিয়মিত। তেল, শ্যাম্পু, কন্ডিশনারও বদলে ফেলেছেন। মাঝে-মধ্যে মাথায় হেনাও করেন। তবু চুল ঝরে পড়ার পরিমাণ কিছুতেই বশে আনতে পারছেন না। মাথায় চিরুনি ঠেকালেই মুঠো মুঠো চুল উঠে আসছে। আসলে যে চুল ঝরে পড়ার ভূত চিরুনির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে, সে বিষয়ে ধারণা নেই অনেকেরই। প্লাস্টিক, ধাতু বা গরু-মোষের শিং দিয়ে তৈরি চিরুনি দিয়ে শ্যাম্পু করা চুল আঁচড়ালে স্থিরতড়িতউতন্ন হয়। তাতে চুলের ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি। তাই কেশ-রহস্য সমাধান করতে হলে কাঠের চিরুনি ব্যবহার করাই ভাল।

কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়।

১) নতুন চুল গজায়

কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়। ফলে চুলের ফলিকলে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছয়। এ ছাড়াও মাথার ত্বক থেকে যে সেবাম বেরোয়, তা মাথার ত্বকের সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া সহজ হয় কাঠের চিরুনি ব্যবহারে।

২) খুশকি নির্মূল করে

চুলের যত সমস্যার মূল মাথার তালু। কারণ, খুশকি বা মৃত কোষ সবই জমে সেখানে। প্লাস্টিকের বা শিং দিয়ে তৈরি চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়ানোর সময়ে সেগুলির সঙ্গে প্রচুর চুলও উঠে আসতে থাকে। কিন্তু কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে এই ধরনের সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

৩) চুল পড়া রুখে দেয়

জট পড়া চুলে চিরুনি চালালে চুল ছিঁড়ে পড়ার আশঙ্কা বেশি। বিশেষ করে প্লাস্টিক বা ধাতুর চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ালে যে স্থিরতড়িতউতন্ন হয়, তাতে চুল ছিঁড়ে ঝরে পড়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। কিন্তু কাঠের চিরুনি ব্যবহার করলে এমন সমস্যা হয় না। কাঠের চিরুনি পরিষ্কার করবেন কী ভাবে? মাথার ত্বক পরিষ্কার রাখতে গেলে নিয়মিত চিরুনি পরিষ্কার করতেই হবে। তবে প্লাস্টিক বা শিং দিয়ে তৈরি চিরুনি যত সহজে সাবান গোলা জলে ধুয়ে ফেলা যায়, তত সহজে কাঠের চিরুনি পরিষ্কার করা যায় না। তার জন্যে কী কী করতে হবে?

১) কাঠের চিরুনি পরিষ্কার করতে ব্যবহার করতে পারেন পেট্রোলিয়াম জেলি। চিরুনির গায়ে পেট্রোলিয়াম জেলি মাখিয়ে রেখে দিন বেশ কিছু ক্ষণ। তার পর শুকনো কাপড় দিয়ে ঘষে মুছে ফেলুন। ২) কাঠের চিরুনি পরিষ্কার করার আরও একটি উপায় হল তেল। এ ক্ষেত্রে ফ্ল্যাক্সসিড বা তিসির তেল ব্যবহার করা যেতে পারে। এই তেল চিরুনিতে মাখিয়ে রেখে দিন ঘণ্টাখানেক। তার পর সুতির শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে ফেলুন। ৩) তবে কাঠের চিরুনিতে ময়লা জমে যদি একেবারেই চুল আঁচড়ানো না যায়, সে ক্ষেত্রে বেকিং সোডার সঙ্গে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে মাখিয়ে রাখতে পারেন। কিছু ক্ষণ পর শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নিলেই চিরুনি পরিষ্কার হয়ে যাবে। তবে খেয়াল রাখবেন, কোনও ভাবেই যেন কাঠের চিরুনিতে জল না লাগে।

সকালে উঠে ক্লান্ত লাগে?

কাজের পরিমাণ যে খুব একটা বেড়ে গিয়েছে, তা নয়। খাওয়াদাওয়াও স্বাভাবিক। তবু ইদানীং যেন কিছুতেই মন দিতে পারছেন না। কাজে সেই উতাহ নেই। কাজে বসার কিছু ক্ষণের মধ্যেই গা ম্যাজম্যাজ করছে। ঘুম পাচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ মিটিং চলছে, তারই মাঝে বার বার হাই উঠছে। গরম পানীয় খেয়ে সাময়িক চনমনে ভাব এলেও তার রেশ বেশি ক্ষণ থাকছে না। বাড়ি ফেরার পথে যেন পা টেনে ধরছে কেউ। কেনাকাটা রয়েছে, বাড়ির কাজও কিছু কম নয়। প্রত্যেক সপ্তাহেই ভাবছেন ছুটির দিনে একটু করে কাজ গুছিয়ে নেবেন। কিন্তু একটা করে দিন চলে যাচ্ছে, তা কাজে লাগাতে পারছেন না শুধুমাত্র এই

ক্লান্তির কারণে। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, এই ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে শরীরে কয়েকটি উপাদনের অভাবে। তাই এনার্জি ড্রিঙ্কের উপর ভরসা না করে সেগুলির মাত্রা ঠিক আছে কি না, তা দেখে নেওয়া জরুরি।

১) ভিটামিন বি শরীরে সব শক্তির উৎস হল কার্বোহাইড্রেট। অনেকেই হয়তো জানেন না, ভিটামিন বি কিন্তু প্রয়োজনে কার্বোহাইড্রেটে পরিণত হতে পারে। তাই প্রতি দিনের খাবারে ভিটামিন বি থাকা বাঞ্ছনীয়।

২) ম্যাগনেশিয়াম ক্লান্তি, ঘুম ঘুম ভাব কিন্তু শরীরে ম্যাগনেশিয়ামের অভাবেও হতে পারে। তাই কাজের মাঝে অতিরিক্ত ক্লান্ত বোধ করলে অনেকেই কলা খেয়ে নেন। কারণ, এই ফলে ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণ বেশি।

৩) পর্যাপ্ত জল

শরীরে জলের অভাব হলেও কিন্তু ক্লান্তি ঘিরে ধরতে পারে। তাই বলে নরম পানীয়, মদ বা এনার্জি ড্রিঙ্ক খেলে হবে না। ফলের রস, জল, শরবতের মতো পানীয় খেতে হবে।

৪) প্রোটিন কার্বোহাইড্রেটের মতো খাবার বাদ দিয়ে প্রোটিনজাতীয় খাবার বেশি পরিমাণে খেলেও ঘুমন্ত ভাব, ক্লান্তি, অবসন্ন ভাব কেটে যেতে পারে। কারণ, প্রোটিনজাতীয় খাবারও ক্যালোরিতে রূপান্তরিত হতে পারে। যা আসলে শক্তি জোগান দেয়।

মাদক, দুর্নীতি, দুষ্কৃতীদের আখড়ায় পরিণত করিমগঞ্জ জেলা কারাগার, অভিযোগ

করিমগঞ্জ (অসম), ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মাদক-হাট, দুর্নীতি, দুষ্কৃতীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে করিমগঞ্জ জেলা কারাগার। টাকা দিলেই মেলে জামাই আদর। হেরোইন, ব্রাউন সুগার, ইয়াবা, গাঁজা সহ নানা ধরনের মাদক ও মদের অবাধ কারবার চলে কারাগারের ভিতরে। ড্রাগস সেবনের পাশাপাশি কারাগারের ভেতরে রাত জেগে বসে জুয়ার আসরও। কারাগারে বন্দি হাজতবাসীদের আত্মীয়স্বজনরা দেখা করতে আসলে দিতে হয় নগদ টাকা। জুয়া খেলায় সাহায্য সহ ড্রাগস সরবরাহের সাথে জড়িত কারাগারের একাংশ কর্মী। করিমগঞ্জ জেলা কারাগারের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এতদিন কেউ এ ব্যাপারে মুখ না খুললেও এবার এ সব ঘটনার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন সম্প্রতি জামিন-প্রাপ্ত জনৈক ব্যক্তি।

কারাগারের সংগঠিত নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি এবং মাদক ও জুয়ার আড্ডার তথ্য তুলে ধরেছেন করিমগঞ্জের ময়না মিয়াঁ। ক্ষোভ প্রকাশ করে ময়না বলেন, জেলা কারাগার দিন দিন অনিরাপদ হয়ে উঠছে। একাংশ কারাকর্মীদের সহযোগিতায় মাদকের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। টাকার বিনিময়ে সরবরাহ করা হয় মদ, গাঁজা, হেরোইন ও ইয়াবা।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন, কয়েকমাস আগে প্রতিবেশীর চক্রান্তমূলক এক মামলায় তিনি নিজে এবং তার ছেলে আলতাফ হোসেনকে হাজতবাস করতে হয় বেশ কয়েকদিন। কিন্তু এই কয়েকদিনের মধ্যে তাদের দুজনকেই নানাভাবে অত্যাচার করা হয় কারাগারের ভিতরে।

দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে কারারুদ্ধ কয়েদিদের হাতে নানাভাবে শারীরিক হয়রানির শিকার হতে হয়েছে তাদের দুজনকে। এমন-কি নগদ এক লক্ষ টাকা দেওয়া না হলে প্রাণে মারার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে তাকে। এ সম্পর্কে বারকয়েক জেলসুপারকে নালিশ জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি তাদের। বাধ্য হয়ে অত্যাচার থেকে বাঁচতে ২০ হাজার টাকা দিয়েছেন কয়েক বছর থেকে হাজতবাসী জনৈক কয়েদিকে।

ময়না মিয়াঁ বলেন, বাইরে থেকে কিছু বোঝা না গেলেও কারাগারের ভেতরে গড়ে উঠেছে নিরাপদ মাদক ব্যবসার কেন্দ্র। বেশ কয়েক ধরনের সিন্ডিকেট রয়েছে ভিতরে। সিন্ডিকেটে কয়েদিরা যেমন আছেন, তেমনি বাইরে থেকেও অনেকে এ সব কারবার নিয়ন্ত্রণ করেন। নানা কৌশলে কারাগারে ঢোকানো হয় ইয়াবা, হোরাইন, গাঁজা ও মদ। অপকীর্তিতে জড়িত রয়েছেন কারাগারের একাংশ কর্মী।

টাকার বিনিময়ে আসামিদের নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া হয়। এমন-কি জামিনে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে আসার সময় নগদ টাকা দাবি করা হয়। তিনি নিজে দাবি মতো টাকা না দেওয়ায় তাকে দুঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানিয়ে কোনো লাভ হয়নি।

এ সম্পর্কে করিমগঞ্জের জেলাশাসক মৃদুল যাদব বলেন, কিছু দিন পর পর জেলা কারাগার পরিদর্শন করা হয়। কোনও কয়েদির কাছ থেকে কোনও ধরনের অভিযোগ পাওয়া যায়নি। কারাগারে যদি ড্রাগস সেবন বা সরবরাহের অভিযোগ পাওয়া যায় তা-হলে প্রশাসনিকভাবে তদন্ত করা হবে, এমন-কি তিনি নিজে সারপ্রাইজ ভিজিট করবেন। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, বলেন জেলাশাসক।

উল্লেখ্য, কয়েকমাস আগে করিমগঞ্জ জেলা কারাগার পরিদর্শন করে গিয়েছিলেন রাজ্য আইনি সহায়তা কর্তৃপক্ষ। পরিদর্শনকালে জেলা কারাগারে পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা, জেলবন্দিদের জন্য প্রস্তুতকৃত খাবারের মান পর্য্যবেক্ষণ, বন্দিদের নিরাপত্তা, তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন রাজ্য আইনি সহায়তা কর্তৃপক্ষ। কারাগারের অভ্যন্তরও পরিদর্শন করে জেল বন্দিদের খাবারের মান, আইনি বিষয়, বন্দিদের সমস্যার কথা শুনে জেল সুপারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি।

বিভিন্ন ওয়ার্ডে গিয়ে কারাবন্দিদের সাথে কথা বলে তাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার খোঁজ-খবরও নিয়েছেন। কারাগারের বিভিন্ন অংশে অসুবিধা সমূহ পরিদর্শন করে সে সবের সমাধান সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রদান করেছে প্রতিনিধি দল। কিন্তু সম্প্রতি জামিনে মুক্তিপ্রাপ্ত জেল ফেরত ব্যক্তির একাধিক অভিযোগে নানা প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্ন উঠছে জেল সুপারের ভূমিকায়ও।

করিমগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহত তিন

করিমগঞ্জ (অসম), ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মঙ্গলবার রাতে করিমগঞ্জ শহর সংলগ্ন কানিশাইলে সংঘটিত ভয়ংকর এক সড়ক দুর্ঘটনায় গুরতর আহত পথচারীর মৃত্যুর হয়েছে। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। এজন্য করিমগঞ্জের নাগরিকরা সিভিল হাসপাতালের অব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন।

মঙ্গলবার রাতে শহরতলি কানিশাইলে সংঘটিত বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন তিনজন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় আব্দুল মতিন চৌধুরী নামের এক ব্যক্তি। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যান। তখন আব্দুল মতিনের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক বলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু সে সময় সিভিল হাসপাতালে কোনও অ্যাম্বুলেন্স নেই বলে জানানো হয়।

এ কথা শুনে হাসপাতালে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুলিশ এসে পরিস্থিতি শান্ত করে। পরে অবশ্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সরকারিভাবে একটি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে দেন। ততক্ষণে আহত আব্দুল মতিন চৌধুরীর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হতে থাকে। এরই মধ্যে তাঁকে নিয়ে শিলচরের উদ্দেশ্যে রওয়ান হন তাঁর পরিজনরা। কিন্তু শিলচর পৌঁছার আগেই মাঝরাস্তায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আব্দুল মতিন চৌধুরী।

তাঁর মৃত্যুর জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালের চরম অব্যবস্থাকে দায়ী করেছে নাগরিককুল। দুর্ঘটনায় আহত হন বাইক চালক তামিল আহমেদ এবং আরোহী আখতার হোসেন। তারা দুজন ভর্তি রয়েছেন করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে।

১৪ সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে সফর প্রধানমন্ত্রীর, রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৪ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় সফরে যাচ্ছেন। এই সফরে দুই রাজ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর। বৃহস্পতিবার বেলা ১১.১৫ মিনিট নাগাদ মধ্যপ্রদেশের বিনায় পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী, সেখানে তিনি ৫০ হাজার ৭০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। এর মধ্যে রয়েছে 'বিনা রিফাইনারিতে পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স' এবং সমগ্র মধ্যপ্রদেশজুড়ে ১০টি নতুন শিল্প প্রকল্প। এরপর বিকেল ৩.১৫ মিনিট নাগাদ ছত্তিশগড়ের রায়গড়ে পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, সেখানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ রেল সেক্টর প্রকল্পগুলি দেশকে উৎসর্গ করবেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন, প্রধানমন্ত্রী ছত্তিশগড়ের নয়টি জেলায় 'ক্রিটিকাল কেয়ার ব্লক'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এবং এক লক্ষ সিকেল সেল কাউন্সেলিং কার্ডও বিতরণ করবেন।

ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে বর্ষা, দক্ষিণ ছত্তিশগড়ে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি

রায়পুর, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : দক্ষিণ ছত্তিশগড়ে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। মঙ্গলবার গভীর রাত থেকে ছত্তিশগড়ের রায়পুর সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। বৃষ্টির কারণে রায়পুরের বেশিরভাগ এলাকা জলের তলায় চলে যাওয়ায় জনসাধারণকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। ছত্তিশগড় রাজ্যে ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে বর্ষা।

রায়গড়, রায়পুর, গড়িয়াবন্দ, ধামতারি, মহাসমুন্দ সহ দক্ষিণ ছত্তিশগড়ের বস্তার, কোন্ডাগাঁও, দান্তেওয়াড়া, সুকমা, কাঙ্কের, বিজাপুর এবং নারায়ণপুর জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। আগামী চারদিন ছত্তিশগড় রাজ্যে বর্ষা সক্রিয় থাকবে বলে জানা গিয়েছে। ছত্তিশগড়ে পয়লা জুন থেকে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৮৪৮.৬ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১৮ শতাংশ কম। গত ৪১ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়েছে চলতি বছর আগস্ট মাসে, বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। মঙ্গলবার ছত্তিশগড় রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় বৃষ্টিপাত হয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ ছত্তিশগড় অর্থাৎ বস্তারে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে।

৬ অক্টোবর মুক্তি পাচ্ছে মুরালিধরনের বায়োপিক '৮০০'

কলম্বো, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি লঙ্কান স্পিনার মুত্তিয়া মুরালিধরন তার টেস্ট ক্যারিয়ারে নিয়েছেন ৮০০ উইকেট। তার জীবনী নিয়েই তৈরি হয়েছে বায়োপিক "৮০০"। এই বায়োপিকটি পরিচালনা করেছেন ভারতের পরিচালক এম এস শ্রীপাথি। সিনেমার টাইটেল তাই নির্ধারণ করা হয়েছে, '৮০০' এবং সিনেমায় মুরালিধরনের ভূমিকায় দেখা যাবে অস্কারজয়ী সিনেমা 'স্লামডগ মিলিয়নিয়ার'-এর অভিনেতা মাধুর মিত্তাল'কে।

তাকে নিয়ে এমন বায়োপিক তৈরি হওয়ায় খুশি মুরালিধরন। লঙ্কান এই লিজেন্ড বলেছেন, 'আমার এই বায়োপিকে একজন ভারতীয় পরিচালকের অবদান আছে। পাঁচ বছর ধরে তৈরি হয়েছে। শ্রীলঙ্কার এত এত দুর্দশাকে পাশ কাটিয়ে কীভাবে আমি ৮০০ উইকেট নিলাম এসব সেখানে উঠে এসেছে।" আগামী ৬ অক্টোবর মুক্তি পেতে চলেছে মুরালিধরনের বায়োপিক ৮০০।

কেরলে ৪ জনের দেহে নিপা ভাইরাসের হদিশ, বীনা বললেন সংক্রমণ রুখতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে

তিরুবনন্তপুরম, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কেরলে ৪ জনের দেশে নিপা ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করতে তিনটি কেন্দ্রীয় দল কেরল যাচ্ছে। এ বিষয়ে বুধবার কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীনা জর্জ বলেছেন, 'এনআইভি পুণের একটি দল মোবাইল ল্যাব স্থাপনের জন্য আজ সন্ধ্যায় কোঝিকোড়ে পৌঁছবে। এনআইভি পুণে থেকে আরেকটি দল বাদুড়ের সমীক্ষার জন্য পৌঁছবে। চেন্নাই থেকে মহামারী বিশেষজ্ঞদের একটি দল সমীক্ষার জন্য পৌঁছেছে। সংক্রমণ ঠেকাতে সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। এই মুহূর্তে স্বাস্থ্য বিভাগের অগ্রাধিকার হল আরও বেশি মানুষকে সংক্রামিত হওয়া থেকে বিরত রাখা এবং মানসিক সহায়তা-সহ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।' বুধবার কেরল বিধানসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীনা জর্জ বলেছেন, 'এর আগের দিন রাতে, স্বাস্থ্য দফতর একটি উচ্চ-পর্য্যায়ের বৈঠক করেছিল এবং সমস্ত উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা কোঝিকোড়ে গিয়েছিলেন। প্রোটোকলের ভিত্তিতে, ১৬টি কমিটি গঠন করা হয়েছে... কোঝিকোড় মেডিকেল কলেজে ৭৫টি কক্ষ প্রস্তুত করা হয়েছে। কোঝিকোড় জেলার দু'টি কেন্দ্র এবং এর চারপাশের পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসার্ধকে কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।'

ওড়িশার ৬টি জেলায় ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি : আইএমডি

ভুবনেশ্বর, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ভারতীয় আবহাওয়া দফতর বুধবার ওড়িশায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে। ভুবনেশ্বরের মেটেরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র বিজ্ঞানী উমা শঙ্কর দাস বুধবার জানিয়েছেন, আগে যে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছিল তা এখন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে। সেজন্য তিনি ওড়িশার বিভিন্ন এলাকায় অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, এর প্রভাবে আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তর-পশ্চিম ও তৎসংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হতে পারে। উমা শঙ্কর দাস আরও জানান, ওড়িশার কিছু জায়গায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে বলে আশা করছি। আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য ওড়িশার ৬টি জেলায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। যে ছটি জেলা লাল সতর্কতার অন্তর্ভুক্ত সেগুলি হল, মালকানগিরি, কোরাপুট, নবরঙ্গপুর, কালাহান্ডি, বোলাঙ্গির, কান্ধমাল।

দিল্লি সরকারের বিনামূল্যে পরিষেবা প্রকল্পগুলি মুদ্রাস্ফীতি থেকে স্বস্তি দিয়েছে : কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দিল্লি সরকারের বিনামূল্যে পরিষেবা প্রকল্পগুলি মুদ্রাস্ফীতি থেকে স্বস্তি দিয়েছে মানুষকে। দাবি করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বুধবার দাবি করেছেন, দিল্লিতে মুদ্রাস্ফীতি সর্বনিম্ন এবং বিনামূল্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বিদ্যুৎ এবং জলের জন্য সরকারের পরিকল্পনাগুলি জাতীয় রাজধানীর মানুষকে 'অভূতপূর্ব' স্বস্তি দিয়েছে।

মঙ্গলবার প্রকাশিত একটি সরকারী তথ্য অনুসারে, প্রধানত শাকসবজির দাম কমার কারণে, ভারতে খুচরা মুদ্রাস্ফীতি আগস্টে ৬.৮৩ শতাংশে নেমে এসেছে, জুলাই মাসেই যা ছিল ৭.৪৪ শতাংশ। কিছু রাজ্যের মুদ্রাস্ফীতির পরিসংখ্যানকে জাতীয় গড়ের সঙ্গে তুলনা করে, এমন একটি সংবাদ প্রতিবেদন এক্স মাধ্যমে পোস্ট করে বুধবার কেজরিওয়াল লিখেছেন, 'বরাবরের মতোই দিল্লিতে মুদ্রাস্ফীতি সর্বনিম্নে রয়েছে। বিনামূল্যে শিক্ষা, বিনামূল্যে চিকিৎসা, মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে পরিবহন, বিনামূল্যে জল, বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, বিনামূল্যে তীর্থযাত্রা এবং দিল্লি সরকারের সৎ সরকার দিল্লির জনগণের জন্য প্রভূত স্বস্তি এনে দিয়েছে।'

বিহারের সীতামঢ়ীতে মিড-ডে মিল খেয়ে অসুস্থ বহু শিশু, চিকিৎসার পর সবাই সুস্থ

সীতামঢ়ী, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিহারের সীতামঢ়ী জেলায় একটি প্রাথমিক স্কুলে মিড-ডে মিলের খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল কমপক্ষে ৫০টি শিশু। ১২ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছিল সীতামঢ়ী জেলার ডুমরা ব্লকের একটি প্রাথমিক স্কুলে। অসুস্থ অবস্থায় প্রত্যেকটি শিশুকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, চিকিৎসার পর সবাই এখন সুস্থ। বুধবার সকালে সদর হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ সুধা ঝা বলেছেন, এখন সবকিছু স্বাভাবিক রয়েছে। মঙ্গলবার ডুমরা ব্লকের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলের খাবার খাওয়ার পরে প্রায় ৫০টি শিশু পেটে ব্যথা এবং বমি করতে থাকে। শিশুদের সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সব শিশুই স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। ডাঃ সুধা ঝা বলেছেন, অভিযোগ অনুযায়ী, মিড-ডে মিলের মধ্যে একটি গিরগিটি পাওয়া গিয়েছে।সবাই একই খাবার খেয়েছিল। সব শিশুই এখন স্থিতিশীল এবং উপসর্গমুক্ত। আমরা শিশুদের পর্য্যবেক্ষণে রেখেছি। এখন সবকিছু স্বাভাবিক রয়েছে। শিশুদের সঙ্গে আছেন তাঁদের বাবা-মা। চিন্তার কিছু নেই।

আজম খানের বিভিন্ন ঠিকানায় আয়কর বিভাগের হানা

লখনউ, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সমাজবাদী পার্টি (এসপি)-র নেতা আজম খানের সঙ্গে সম্পর্কিত একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে আয়কর বিভাগ। উত্তর প্রদেশের রামপুর, মেরঠ, লখনউ এবং গাজিয়াবাদ-সহ বিভিন্ন ঠিকানায় চলছে এই তল্লাশি অভিযান। উত্তর প্রদেশের পাশাপাশি মধ্যপ্রদেশেও আজম খান এবং তাঁর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কর ফাঁকির তদন্তের অংশ হিসাবে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে আয়কর দফতর।

আয়কর বিভাগ সূত্রের খবর, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের কমপক্ষে ৩০টি স্থানে চলছে তল্লাশি অভিযান। উত্তর প্রদেশের রামপুর, সাহারানপুর, লখনউ, গাজিয়াবাদ এবং মেরঠে চলছে তল্লাশি, পার্শ্ববর্তী রাজ্য মধ্যপ্রদেশের কিছু জায়গাতেও চলছে অভিযান। আজম খান এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত কিছু ট্রাস্টের সঙ্গে এই মামলাটি।

শ্রীলঙ্কার অজেয় যাত্রা থামিয়ে দিয়ে এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারত

কলম্বো, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ওডিআই ক্রিকেটে টানা ১৩টি জয়ের রেকর্ড গড়েছে শ্রীলংকা। ভারতের সঙ্গে ম্যাচটা জিতলে যেমন ফাইনালে পৌঁছে যাওয়া যাবে তেমনি পরপর ১৪টা ওয়ানডে ম্যাচ জিতে একটা রেকর্ডও করা যাবে। কিন্তু কোনটাই হলো না। ১৪ তম ম্যাচে এসেই ভারতের কাছে হারতে হলো। শ্রীলঙ্কা তরতাজা হয়েই নেমেছিল। ব্যাটিং হোক বা বোলিং, শ্রীলঙ্কার 'কুড়ির' দাপট সামলাতে হিমসিম খেল ভারত। অবশেষে সব থামিয়ে এল কাঙ্খিত জয়। শ্রীলঙ্কাকে ৪১ রানের ব্যবধানে হারিয়ে এশিয়া কাপের ফাইনালে

সমনে সাড়া দিয়ে ইডি-র দফতরে হাজিরা অভিষেকের, সিজিও কমপ্লেক্সের চারিদিকে পুলিশি নিরাপত্তা

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর সমনে সাড়া দিয়ে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে (যেখানে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডির দফতর অবস্থিত) পৌঁছলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিষেককে তলব করেছিল ইডি। বুধবার সকাল ১১টা ১২মিনিট নাগাদ বাড়ি থেকে ইডি-র দফতরের উদ্দেশে রওনা দেন অভিষেক। ১১টা ৩৪মিনিট নাগাদ সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছন তিনি। ইতিমধ্যেই সিজিও কমপ্লেক্সের চারদিকে পুলিশি নিরাপত্তার ঘেরাটোপ তৈরি করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বুধবার বিরোধী জোট 'আইএনডিআইএ'-র সমন্বয় কমিটির বৈঠক দিল্লিতে। ওই কমিটির সদস্য অভিষেক। কিন্তু সমন্বয় কমিটির প্রথম বৈঠকে হাজির থাকতে পারলেন না অভিষেক। এদিকে, নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ইডি যাতে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে না পারে, সে ব্যাপারেই আদালতে রক্ষাকবচ চেয়ে আবেদন করেছিলেন অভিষেক। মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলাটির শুনানি হয়। আবেদন শোনার পর বিচারপতি জানান, ইডি এই বিষয়ে আগেই মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং তারা সেই প্রতিশ্রুতি এখনও পর্য্যন্ত পালন করেছে। তাই নতুন করে কোনও রক্ষাকবচের প্রয়োজন নেই অভিষেকের।

শিমলার সামার হিলের শিব মন্দির দর্শন প্রিয়াঙ্কার, বললেন পরিস্থিতি খুবই বেদনাদায়ক

শিমলা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শিমলার সামার হিলের শিব মন্দির দর্শন করলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভডরা। গত ১৪ আগস্ট এই এলাকায় বিশাল ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছিল, ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সেই শিব মন্দির দর্শন করলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভডরা। প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে ছিলেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু ও। প্রিয়াঙ্কা এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, 'পরিস্থিতি খুবই বেদনাদায়ক। মানুষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। আমরা গতকালও বলেছিলাম, সবাইকে একসঙ্গে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে...কেন্দ্র যদি জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করে, তাহলে রাজ্যের অনেক সাহায্য হবে। প্রতিভা সিং গতকাল উল্লেখ করেছেন, তিনি এটি সংসদে তুলতে চান।'

প্রিয়াঙ্কা আরও বলেছেন, 'আমরা জানি না, এই বিশেষ অধিবেশনে কী হতে চলেছে, তারা এই বিষয়গুলিকে সামনে আসতে দেবে কি-না।'

শিমলার সামার হিল তথা হিমাচল প্রদেশের প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। হিমাচল প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান এবং সাংসদ প্রতিভা সিং বলেছেন, 'হিমাচল প্রদেশের উদ্বেগ প্রধানমন্ত্রীর নজরে আনা আমার কর্তব্য। আমি আমাদের সমস্ত সাংসদদের কাছে একটি চিঠি লিখেছি যে আমাদের একসঙ্গে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা উচিত।'

ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহালের দাবিতে বড়জোড়ায় কারখানার সামনে বিজেপির বিক্ষোভ

বাঁকুড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কর্মরত শ্রমিকদের ছাঁটাই এর প্রতিবাদে এবং পুনর্বহালের দাবি জানিয়ে কারখানা গেটের সামনে ধর্না অবস্থান করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি। বুধবার সকালে বড়জোড়া শিল্পাঞ্চলের ঘুটগোড়িয়ায় অবস্থিত প্যান্ডরোল রাহী টেকনোলোজিস প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি বেসরকারি ক্ষুদ্র ইস্পাত কারখানার ছাঁটাই হওয়া শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ধর্নায় বসেন বিজেপির বড়জোড়া মন্ডল-১ এর সভাপতি গোবিন্দ ঘোষ।

তিনি বলেন, কারখানা কর্তৃপক্ষ যতক্ষণ না ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের পুনর্বহালের আশ্বাস দিচ্ছেন ততক্ষণ অবরোধ চলবে। গেটের সামনে ধর্নার কারনে কারখানায় গেট অবরুদ্ধ হয়ে যায়, যার ফলে কারখানায় ঢোকার ক্ষেত্রে বাধা প্রাপ্ত হয় শ্রমিকরা। পুলিশি হস্তক্ষেপে কর্মরত শ্রমিকদের রাস্তা ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তারা অবস্থানে অনড় ছিলেন। বিক্ষোভরত শ্রমিকদের অভিযোগ গত ১ আগস্ট থেকে আচমকাই ১৫ জন শ্রমিককে কাজে আসতে নিষেধ করা হয়। কি তাদের অপরাধ তা তাদের জানানো হয়নি।গোবিন্দ ঘোষ বলেন, ওদের অপরাধ ওরা বিজেপির শ্রমিক সংগঠন করে। তাই তাদের কাজ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা।তার দাবি, কর্তৃপক্ষ তৃনমূলের নেতাদের কথামত এই কাজ করেছে। এই শ্রমিকরা যে কাজ করতেন সেখানে এখন অন্য শ্রমিক দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। এনিয়ে তারা স্থানীয় বিডিও ও কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে বিজেপি নেতা গোবিন্দ ঘোষ লিখিত দাবি জানিয়েছেন যাতে ওদের পুনর্বহাল করা হয়। সামনে পুজো আসছে। এই সময় কাজ হারালে ওই পরিবারগুলির কি হবে। এই কারখানার মাসমাইনে থেকেই সংসার চলত বলে হতাশ গলায় বলেন কাজ হারানো শ্রমিক কৃষ্ণ লোহার।তিনি বলেন কারখানার নির্মাণ কাজের সময় থেকে তারা যুক্ত রয়েছেন। উৎপাদন শুরু হওয়ার পর থেকে তারা লোডিং - আনলোডিংয়ের কাজ করতেন। তাদের দাবি অবিলম্বে তাদের কাজে নিয়োগ করা না হলে পরিবার নিয়ে অসহায় হয়ে পড়বেন।কারখানা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনও আশ্বাস না পেলেও এদিন পুলিশ তাদের আশ্বস্ত করেন শীঘ্রই বিডিও, কারখানা কর্তৃপক্ষ ও বিক্ষোভকারিদের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন। এই আশ্বাস পেয়ে তারা অবস্থান তুলে নিলেও বিজেপি নেতা গোবিন্দ ঘোষ বলেন, বড়জোড়া শিল্পাঞ্চলে তৃনমূলের ঘুঘুর বাসা ভাঙতে আমাদের যত লড়াই করতে হোক আমরা করব। কিন্তু এই অন্যায় আমরা মানব না। তিনি বলেন, বড়জোড়ার আইসি সাহেবের কথায় আমরা বিরত থাকলাম। কিন্তু ৭ দিনের মধ্যে পুনর্নিয়োগ না হলে আমরা লাগাতার আন্দোলন করতে বাধ্য হবো।এই বিষয়ে বড়জোড়ার বিধায়ক অলক মুখার্জি বলেন, বিজেপি ওই শ্রমিকদের নিয়ে রাজনীতি করছে। ওদের ছাঁটাই করা হয়নি। এখন উৎপাদনের কাজে কিছুটা মন্দা চলছে তাই ওদের সাময়িক ভাবে কাজ বন্ধ।

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরি, বিক্ষোভ স্থানীয়দের

পাথরপ্রতিমা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নিম্নমানের ইমারতীর দ্রব্য দিয়ে রাস্তা তৈরি ও ওয়ার্ক অর্ডার অনুযায়ী কাজ না হয় ঠিকাদারের কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে এলাকাবাসী। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমার গোপালনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভের পর স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ওঠে অবরোধ।স্থানীয়দের দাবি, গোপালনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাখাল মোড় থেকে মনসা মন্দির পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ২৮ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। কিন্তু, ওয়ার্ক অর্ডার অনুযায়ী কোন কাজ কাজ করছে না ঠিকাদার সংস্থা। ওয়ার্ক অর্ডার দেখতে চাইলে ঠিকাদার সংস্থা দেখাতে রাজি হয়নি। যার ফলে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার মানুষ। ঠিকাদার সংস্থার পাশে এসে দাঁড়ায় শাসকদল। শুরু হয়ে যায় হাতাহাতি ঠেলাঠেলি। ঘটনাস্থলে আসেন পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশ, ও গোপালনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। পরে উপপ্রধান ও থানার আধিকারিকদের মধ্যস্থতায় বিক্ষোভ অবরোধ কর্মসূচি উঠে যায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হাইলাকান্দিতে গাছে চারা বন্টন

হাইলাকান্দি (অসম), ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অমৃতবৃক্ষ আন্দোলনে রাজ্যজুড়ে এক কোটি চারাগাছ রোপণের জন্য হাইলাকান্দি জেলায় বুধবার ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে গাছের চারা বন্টন শুরু হয়েছে।জেলায় মোট ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৪৪৭টি গাছের চারা লাগানো হবে। এর জন্য রাজ্য সরকারের নির্ধারিত পোর্টালে ৮৩ হাজার ৫০৭ জন হাইলাকান্দি জেলা থেকে রেজিস্ট্রেশন করেছেন। বুধবার থেকে হাইলাকান্দি শহরের লক্ষ্মীশহরের দমকল বাহিনীর কার্য্যালয় (এসপি-র বাসভবন)-এর পাশের মেটেরিয়াল রিকভারি ফেসিলিটি সেন্টারে গাছের চারার মজুত ভাণ্ডার করা হয়েছে। এখানে বণ্টনের জন্য মোট ৫৫ হাজার ২১৭টি চারা মজুত থাকবে।পাঁচগ্রামে বন বিভাগের কার্য্যালয়ে বণ্টনের জন্য মজুত থাকবে ৪৬ হাজার ২৮৫টি চারা। অনুরূপভাবে মাটিজুরি বন বিভাগের কার্য্যালয়ে ৪৭ হাজার ১০১টি, লালা পুরসভায় ৩৩ হাজার ১০৬টি, কুকিছড়া বন বিভাগের কার্য্যালয়ে ৩১ হাজার ২৪৫টি এবং ঘাড়মুড়ায় ১২ হাজার ৪৯৩টি গাছের চারা মজুত রাখা হয়েছে। আড ওই সব কয়েকটি স্থানে চারা বণ্টন করা হয়েছে।পোর্টালে যাঁরা ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রেশন করেছেন, তাঁদের জন্য বৃহস্পতি এবং শুক্রবারও এই চারা তুলে দেওয়া হবে। এদিকে প্রশাসন থেকে প্রচারিত এক আবেদনে সংগ্রহকৃত চারা গাছগুলি যত্ন সহকারে, সরাসরি রৌদ্রে না-রাখতে এবং সকাল-সন্ধ্যা চারা গাছের গোড়ায় জল ঢালতে অনুরোধ জানানো হয়েছে, যাতে গাছের চারাগুলি নষ্ট না হয়। চারা গাছ বণ্টনের বিস্তারিত সূচি প্রশাসনের ফেসবুক পাতায় দেওয়া হয়েছে। চারা গাছ বণ্টন প্রক্রিয়া সহজ করে তুলতে কয়েকটি হেল্পলাইনও চালু করা হয়েছে।

ভারতীয় রেলওয়ে ক্যাপেক্স ব্যয়ে ৪৬.৬ শতাংশর সাথে এগিয়ে

গুয়াহাটি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে ব্যয়কে অগ্রাধিকার দিতে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার (ক্যাপেক্স)-এর পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভারতীয় রেলওয়ে ৪৬.৬ শতাংশ ব্যয়ের সাথে এগিয়ে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ৪৬.৪ শতাংশ ব্যয় করে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে হাইওয়ে।উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এ খবর দিয়ে জানান, আনুমানিক ২.৪৪ ট্রিলিয়ন টাকার ক্যাপেক্স ব্যয় করার লক্ষ্যের মধ্যে প্রায় ১.১৩ ট্রিলিয়ন (৪৬.৬ শতাংশ) টাকা ব্যয় করেছে রেলমন্ত্রক। অধিকাংশ ব্যয়ই করা হয়েছে চলাচলের ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং সুরক্ষিত রেল নেটওয়ার্ক প্রদানের ক্ষেত্রে। ব্যয়ের আরেকটি কেন্দ্রবিন্দু হবে হাই-স্পিড ট্রেন, পণ্যবাহী করিডোর এবং ট্রেন ও স্টেশনগুলির আধুনিকীকরণের মতো দীর্ঘমেয়াদি পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি। এ বছরের মধ্যে সমগ্র নেটওয়ার্ক বৈদ্যুতিকীকরণের লক্ষ্যে রেলওয়ে নিজের বৈদ্যুতিকীকরণ সংক্রান্ত কাজের গতিও বৃদ্ধি করছে। বর্তমান আর্থিক বর্ষে নতুন ট্র্যাক বসানো ও ট্র্যাক দ্বৈতকরণের কাজ আরও বাড়বে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজের জন্য ক্যাপেক্স-এর ৪৮.২১ শতাংশ ব্যয় করেছে। নতুন লাইন বসানোর জন্য ব্যয় হয়েছে ৪৭.৮৫ শতাংশ এবং ৫১.৯৩ শতাংশ ব্যয় হয়েছে দ্বৈতকরেণর কাজে। সুরক্ষা বৃদ্ধি সম্পর্কিত কাজে নতুন আরওবি/আরইউবি নির্মাণের জন্য ৫৯.৮৪ শতাংশ ব্যয় হয়েছে এবং ব্রিজ সম্পর্কিত কাজে ব্যয় হয়েছে ৭৪.৯০ শতাংশ। এছাড়া, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীন বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও ডিপোগুলিতে যন্ত্রপাতি ও প্ল্যান্ট ক্রয় ও আপগ্রেডিঙের জন্য ৫৭.৫৮ শতাংশ ক্যাপেক্স ব্যয় করা হয়েছে।

যৌনপল্লীতে এসে যৌনকর্মীকে খুনের চেষ্টা এক যুবকের

ডায়মন্ড হারবার, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : যৌনপল্লিতে এসে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার পর পেমেন্ট দেওয়া নিয়ে যৌন কর্মীর সাথে বচসার জেরে ধারাল অস্ত্র দিয়ে এক যৌন কর্মীকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা এক যুবকের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার সকালে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারের কালিবাজার এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন ওই যৌনকর্মী। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। স্থানীয়দের তৎপরতায় ধরা পড়ে অভিযুক্ত যুবক। পরে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ গ্রেফতার করে অভিযুক্তকে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন সকাল ৯ টা নাগাদ ওই যুবক ডায়মন্ডহারবারের কালিবাজারে আসে। এরপরেই ওই যৌনকর্মের ঘরে ঢোকে এবং তার সাথে সঙ্গমেও লিপ্ত হয়। পরে তার সাথে টাকা পয়সা নিয়ে বচসা হওয়াতে তার কাছে থাকা ধারালো অস্ত্র দিয়ে এই যৌনকর্মীকে এলওপাথারি কোপ মারে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা কালিবাজার চত্বরে। ঘটনার পর অভিযুক্ত যুবক পালিয়ে যেতে গেলে হাতেনাতে ধরে ফেলে এলাকার মানুষজন। ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ সূত্রে জানা যায় অভিযুক্ত যুবক উস্তি থানার বরিশপুরের বাসিন্দা।

অভিযান

● প্রথম পাতার পর

কর্মীদের সমস্যা সমাধানেও রাজ্য সরকার আন্তরিক। রাজ্যে বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, নার্সিং কলেজ সহ সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সেগুলিকে ভিত্তি করেই রাজ্যে মেডিক্যাল হাব গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হওয়ার ফলেই বহির্রাজ্যের উদ্যোগীরাও রাজ্যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব ড. দেবাশিষ বসু বলেন, আয়ুমান ভবঃ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে সেবা পক্ষকাল কর্মসূচি সংগঠিত করা হবে।যা চলবে ২ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত। এই সেবা পক্ষকালে আয়ুমান আপকে দুয়ার, আয়ুমান মেলা এবং আয়ুমান সভা- এই তিনটি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে আয়ুমান আপকে দুয়ার কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম এবং শহরা'লে আয়ুমান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অন্তর্গত সুবিধাভোগীদের আয়ুমান কার্ড প্রদান করা হবে। আয়ুমান মেলা কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান এবং মেডিক্যাল কলেজের উদ্যোগে স্পেশালিস্ট সার্ভিসের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক যেমন, প্রসূতি ও ী রোগ, শিশু রোগ, সার্জারি, চোখ, নাক-কান-গলা, মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদির উপর সচেতনতা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা হবে। এই আয়ুমান মেলা বিভিন্ন হেলথ এণ্ড ওয়েলনেস সেন্টার এবং সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতি সপ্তাহের শনিবারে সংগঠিত করা হবে। আয়ুমান সভা কর্মসূচির মাধ্যমে ২ অক্টোবর, ২০২৩ এ ভিলেজ হেলথ এণ্ড নিউট্রেশন কমিটি গ্রামীণ এলাকায় গ্রাম সভা এবং শহরের স্থানীয় সংস্থার নেত'ত্বে শহরা'লের জন্য ওয়ার্ড সভার আয়োজন করে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদান করবেন। এই কর্মসূচিতে গ্রাম ও শহরা'লে আয়ুমান কার্ড, আভা আই-ডি, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, টীকাকরণ, যক্ষা রোগ সনাক্তকরণ, রক্তাল্পতা, উচ্চরক্তচাপ, মধুমেহ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা হবে।পাশাপাশি বিভিন্ন অসংক্রামক রোগ যেমন ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, রক্তাল্পতা এবং সংক্রামক রোগ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে বিশেষ আলোচনা করা হবে। যক্ষা রোগ নির্মলীকরণেও আলোচনা হবে এবং আভা আই ডি'র সুবিধা সম্পর্কেও মানুষকে অবগত করা হবে। এছাড়াও সেবা পক্ষকালের অঙ্গ হিসাবে স্বচ্ছতা অভিযান, অঙ্গদান অঙ্গীকার, রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে এবং বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে একটি গ্রাম বা একটি নগরকে আয়ুমান গ্রাম প'ায়েত বা আয়ুমান নগর ওয়ার্ড - এ সম্মানিত করা হবে।

রাজ্যব্যাপী আয়ুমান ভব কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনার পর নি-ক্ষয় মিত্র হিসাবে টিবি রোগীদের সহায়তা করার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় পদক্ষেপের জন্য ৩ জন নি-ক্ষয় মিত্রকে এবং অঙ্গদানের মতো মানবিক কাজে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন এমন ৩ জনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননাস্বরূপ তাদের হাতে মারক উপহার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠনে সরকারের অগ্রাধিকার ঃ রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠনে সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও চাইছেন আত্মনির্ভর ভারত গড়তে। আজ মোহনপুর প'ায়েত সমিতি হলে এক মেগা ক্রেডিট ক্যাম্পের উদ্বোধন করে ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন ও মোহনপুর ব্লক মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের উদ্যোগে এই মেগা ক্রেডিট ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্রেডিট ক্যাম্পের উদ্বোধন করে ক'ষিমন্ত্রী আরও বলেন, গ্রামীণ এলাকার মানুষের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। এজন্য স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার মানুষকে স্বনির্ভর করে তোলা হচ্ছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার স্বসহায়ক দলের কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফাণ্ড ১ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে। স্বসহায়ক দলগুলিকে সরকার বিভিন্ন ভাবে সহায়তা দিচ্ছে। যাতে স্বসহায়ক দলগুলির সাথে যুক্ত সদস্যরা স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রিণা দেববর্মা, ভাইস চেয়ারম্যান রাকেশ দেব প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহনপুর ব্লকের বিডিও নারায়ণ চন্দ্র মজমদার। মেগা ক্রেডিট ক্যাম্পে ব্লকের ১০৩টি স্বসহায়ক দলকে ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ স্বসহায়ক দলগুলির হাতে চেক তুলে দেন।

উত্তর ত্রিপুরা জেলাতেও আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন আয়ুষ্মান ভব ঃ প্রকল্পের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। সারা দেশব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে উত্তর ত্রিপুরা জেলাতেও আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হলো আয়ুষ্মান ভব প্রকল্পের। বুধবার সমগ্র দেশ জুড়ে আয়ুষ্মান ভারতের অঙ্গ হিসাবে দেশজুড়ে আয়ুষ্মান ভব প্রকল্পের ভার্চুয়াল শুভ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। ত্রিপুরা রাজ্যে এর উৎপাদন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। উত্তর জেলা সদর ধর্মনগরে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারীকের অফিস প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয় বুধবার বেলা ১২ টায়। উদ্বোধনী স্থানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার জেলাশাসক নাগেশ কুমার বি, উত্তর জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর অরুনাভ চক্রবর্তী, মেডিকেল সুপারিনটেন্ট ডক্টর দীপক হালদার এবং জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের সমস্ত কর্মকর্তারা। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে দুই অক্টোবর পর্যন্ত এই আয়ুষ্মান ভব যোজনার কর্মসূচি পালন করা হবে। ২০১৮ সালে আয়ুষ্মান ভারত কর্মসূচি শুরু হয়েছিল ,এরই অঙ্গ হিসাবে আয়ুষ্মান ভব কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় হেলথ এন্ড ওয়েললেস সেন্টার গুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মূলত প্রধানমন্ত্রীর জন আরোগ্য যোজনা,প্রধানমন্ত্রী হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার মিশন, প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন এবং আয়ুষ্মান ভারত স্কুল হেলথ এন্ড ওয়েলনেস প্রোগ্রাম এই আয়ুষ্মান ভবর আওতাধীন। উত্তর জেলায় এরই মধ্যে প্রাথমিকভাবে প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত স্কুল হেলথ এন্ড ওয়েলনেস প্রোগ্রামের কাজ শুরু হয়ে গেছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে দুজন করে এম্বাসেডরকে ট্রেনিং দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজ চলছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রতিটি যোজনাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে এই মিশনের মূল উদ্দেশ্য। ২০৩০ এর মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিটি প্যারামিটার ১০০ শতাংশ উন্নতি করে নেওয়ার জন্য পরিকল্পনা হাতে নিয়ে কাজ চলছে। হেলদি ভিলেজ হেলদি পুর পরিষদ হেলদি পৌরসভা এবং হেলদি নগর পঞ্চায়েত করা হচ্ছে আয়ুষ্মান ভব যোজনার মূল উদ্দেশ্য। তাই আশা কর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সঠিকভাবে কাজ করে স্বাস্থ্য বিষয়ক সংক্রান্ত সচেতনতা ১০০ শতাংশ মানুষের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। তাই স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রচন্ড গুরুত্ব রয়েছে ২০৩০এর মধ্যে একটা স্বাস্থ্য এবং সুস্থ ভারত গড়ে তোলার। এই প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবে রাজ্য সরকার।।

সরকার বেকার যুবক যুবতীদের স্বনির্ভর করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে: সান্ত্বনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। কর্মসংস্থানের মধ্য দিয়েই যুবসমাজকে নেশার ভয়ঙ্কর কবর থেকে মুক্ত করতে হবে। এজন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগীদের কেউ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। এই যুব সমাজকে রক্ষা করতে হলে কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার চায় নেশা মুক্ত ভারত, নেশা মুক্ত ত্রিপুরা। বুধবার আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজে এক অনুষ্ঠানে একথা বললেন মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। ডাইরেক্টরেট অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ও আগরতলা জিবি হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি এম আই এস পোর্টালেরও উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা আরো বলেন, দক্ষতা উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সরকার বেকার যুবক যুবতীদের স্বনির্ভর করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। এই কর্মসূচিতে ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকেই উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছে। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে সব ক্ষেত্রের কাজেই দক্ষতার প্রয়োজন। তিনি আশা ব্যক্ত করেন, আজকে যারা প্রশিক্ষণের শেষে শংসাপত্র পেয়েছেন, তারাও আগামীদিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাফল্যের সাথে কাজের মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান সচিব কে এস শেঠি, এনএসআইসিএর জোনাল জেনারেল ম্যানেজার বিজয় প্রকাশ, এজিএমসিও জিবিপি হাসপাতালের এমএস ডা. শংকর চক্রবর্তী, দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা সঞ্জয় চক্রবর্তী, এজিএমসির প্রিন্সিপাল প্রফেসর অরূপ কুমার সাহা, ডা. সমর্পিতা দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা করতে গিয়ে মন্ত্রী এদিন বলেন, শুধু সরকার নয়, সকলে মিলে কাজ করলেই নেশা মুক্ত ভারত, নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলা যাবে। পাশাপাশি মন্ত্রী আরও বলেন, যারা ইচ্ছুক তাদের কিভাবে দক্ষতার প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মনির্ভর করা যায় সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট।

অসমে মদ থেকে দৈনিক ১০.৮৫ কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহ হয়, বিধানসভায় পরিমল

গুয়াহাটি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমে মদ থেকে দৈনিক ১০.৮৫ কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহ হয়। বিধানসভায় আজ কংগ্রেসের বিধায়ক শিবামণি বরার এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে আবগারি দফতরের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য এ তথ্য জানিয়েছেন।মন্ত্রী পরিমল জানান, ২০১৬ সালে আবগারি আইনে সংশোধন করা হয়ছে। যার ফলে আবগারি রাজস্ব মদের দোকানগুলি থেকে সরাসরি আদায় হয় না। আবগারি শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন (ভ্যাট) করে রাজ্যের হোলসেল ওয়ারহাউসগুলি মদ উৎপাদনকারী কারখানা এবং বহিঃ রাজ্য থেকে মদ কিনে আনার সময় অগ্রিম আদায় দেয়। যা আবগারি শুল্ক হিসেবে প্রায় ৬.৯০ কোটি টাকা এবং ভ্যাট হিসেবে প্রায় ৩.৯৫ কোটি টাকা হয়। অর্থাৎ সর্বমোট প্রায় ১০.৮৫ কোটি টাকা করে রাজস্ব গত অর্থবর্ষের তথ্য অনুযায়ী দৈনিক সংগ্রহ হয় বলে দেখা গেছে, জানিয়েছেন মন্ত্রী শুক্লবৈদ্য।বিধায়ক শিবামণি বরার আরেক প্রশ্নের উত্তরে অসমে দৈনিক মদ বিক্রির পরিমাণ সম্পর্কে মন্ত্রী জানান, রাজ্যে দৈনিক গড়ে আইএমএফএল বিক্রি হয় ৩০৬৭৭২.৫৭৭ বিএল, বিয়ার বিক্রি হয় ১৬৬৫৮৯.৮৮৩ বিএল এবং কান্টি স্পিরিট বিক্রি হয় ৫৭৮১৮.৩৬৫ বিএল।আবগারি মন্ত্রী পরিমল জানান, অসমে এখন পর্যন্ত ১৬৮৪টি ওয়াইন শপ এবং ৮৯৬টি বারের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। এদিকে পার্শবর্তী রাজ্য থেকে অবৈধভাবে মদ আমদানি রোধ করতে অসমের সীমান্তবর্তী অঞ্চল এবং নতুন করে গড়ে ওঠা শহরাঞ্চলে প্রয়োজন সাপেক্ষে জেলাশাসকদের মাধ্যমে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় নতুন করে আইএমএফএল অব শপের লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করা হতে পারে বলে জানান মন্ত্রী। তবে গ্রামাঞ্চলে পর্যটন ক্ষেত্র ছাড়া নতুন করে আইএমএফএল অন শপের (বার কাম রেস্টুরেন্ট)-এর লাইসেন্স দেওয়ার সম্ভাবনা নেই বলেও জানিয়েছেন তিনি।অবশ্য শহরাঞ্চলে হোটেল/রেস্টুরেন্ট প্রভৃতিতে আবেদন ও প্রয়োজন অনুযায়ী আবগারি বিধি অনুযায়ী আইএমএফএল অন শপের লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া চলছে, জানান মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য।

আসানসোলে বোনের মাথায় গুলি চালিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা দাদার

আসানসোল, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আসানসোল পুরনিগমের ৪৫ নং ওয়ার্ডে আসানসোল দক্ষিণ থানার গৌর মন্ডল রোডের পদ্মতলাও এলাকায় পারিবারিক অশান্তির জেরে বোনের মাথায় গুলি চালিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করল দাদা। বুধবার দিনদুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে। গোটা ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পর থেকেই বেপাত্তা অভিযুক্ত যুবক। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ।জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ আসানসোল দক্ষিণ থানা গৌর মণ্ডল রোডের পদ্মতলাও এলাকার বাসিন্দা প্রেম সোনকারের বাড়ির ভেতর থেকে পর পর দুটি কিছু ফাটার শব্দ পান স্থানীয়রা। সেই বাড়ির ভেতর থেকে রাহুল সোনকারকে(২৩) হন্ত দন্ত হয়ে রিভলবার হাতে বেরোতে দেখেন স্থানীয়রা। সন্দেহ হওয়ায় তারা বাড়ির ভেতরে গিয়ে দেখেন ঘরের দরজার কাছে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে রাহুলের বোন কমল সোনকার(১৯)। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশকে। পুলিশ রক্তাক্ত অচৈতন্য অবস্থায় কমলকে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা করে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, কমল সোনকারের একবারে মাথার মাঝখানে গুলি চালানো হয়েছে।

তম্বিয়াবাড়ি জেবি স্কুলে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৩ সেপ্টেম্বর।। শান্তিরবাজার মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর জোলাইবাড়ি ব্লকের তম্বিয়াবাড়ি জেবি স্কুলে এক বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। শিবিরে রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ঔষুধ দেওয়া হবে। শিবিরে কালীমোহন পাড়া, কলসীমুখ সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগণকে উপস্থিত থেকে চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

শিক্ষকের বিরুদ্ধে

● আটের পাতার পর

এই প্রধান শিক্ষকের নাম দেবব্রত সরকার। ছাত্রের মায়ের আরো অভিযোগ, তিনি প্রতিদিন ছাত্র ছাত্রীদের পড়া শিখতে না পারায় মারধর করেন। এই অভিযোগ তুলে ধরেন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবকরা। তাই স্কুল থেকে এই প্রধান শিক্ষককে বদলির দাবি তুলে শাস্তির দাবি জানান। পরবর্তী সময়ে বিষয়টি দেখা হবে বলে আশ্বস্ত করলে অভিভাবকরা শান্ত হয়। তবে অভিভাবকরা এই অভিযোগ তুললেও প্রধান শিক্ষক জানান তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া শিখে না আসায় হাতে বেত দিয়ে আঘাত করেছেন। কিন্তু সেই সময় কিছু ছাত্র হাত পিছিয়ে নেওয়ায় তাদের বেতের বারি শরীরে অন্যান্য স্থানে লেগেছে।

প্যাটেল

● প্রথম পাতার পর

ইউনিটের সকলেই উপজাতীয় সুবিধাভোগী। ১৯৯৫ সালে শুরু এই প্রজেক্টটি থেকে প্রথম রাবার ফলন শুরু হয় ২০০৩ সালে। বর্তমানে, ২০২২-২৩ এর হিসেবে অনুযায়ী, সান্তারামপাড়া ব্লক প্লান্টেশন ইউনিট ৯২.৪৫ লক্ষ টাকার রাবার শীত বিক্রি হচ্ছে। প্রাকৃতিক রাবারের এই ইউনিটটি পরিচালনা করছে সান্তারামপাড়া রাবার উৎপাদক সমিতি (আরপিএস)। সান্তারামপাড়া ব্লক প্ল্যান্টেশন ইউনিটের সুবিধাভোগীরা অধিকতর দ্রুতগামী রাবার-ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছেন; কারণ একই প্রজন্ম গরিব চাষী থেকে ক্রমে ক্রমে রাবার চাষী থেকে রাবার উৎপাদনকারী এবং বাণিজ্যপতি জয়ে উঠেছেন, তারা এখন রাবার বোর্ডের সাহায্যপুষ্ট ট্রেডিং কোম্পানির ত্রিপুরা লেটেক্স প্রাইভেট লিমিটেডের অংশীদার।

ধর্মনগরবাসী

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু দুই মাসের উপর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কেউই তাদের এই অভিযোগ জানিয়ে চিঠির কোন সদুত্তর পাইনি। তাই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ ঘনীভূত হয়েছে। নিরুপায় গ্রামবাসীরা বর্তমানে এই অসুবিধা থেকে মুক্তি পেতে এবং নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছে।

অভিযুক্তকে

● প্রথম পাতার পর

জেলা আদালত ১২ জনের সাক্ষ্য বাক্য গ্রহণ করে। উভয়পক্ষের দীর্ঘ শুনানির পর বুধবার উদয়পুর জেলা আদালতের প্রধান বিচারপতি আশুতোষ পান্ডে আসামী শামীম আহমেদকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৩ ধারায় তিন বছরের কারাদণ্ড তিন হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো দুই মাসের জেলের নির্দেশ দেয়। ৫০৬ ধারায় ছয় মাসের কারাদণ্ড এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরো একমাসের সাজা ঘোষণা করেন। ০৪ পসকো আইনে ২০ বছরের কারাদণ্ড এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরো ছয় মাসের সাজা ঘোষণা করেন। সরকার পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন স্পেশাল পিপি পল্টু দাস। আদালতে শুনানির পর এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন আইনজীবী। আদালতের রায়ে খুশি নাবালিকার পরিবার।

ক্রীড়াঙ্গন

ত্রিবেণীর জয় রুখে দিল রামকৃষ্ণ হাই ভোল্টেজ ম্যাচে কার্ডের ছড়াছড়ি

ত্রিবেণী সংঘ: ১(স্বম্বল) রামকৃষ্ণ ক্লাব: ১(ওলেন)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের এস্ট্রোটার্ফ প্রকারান্তরে কিক বক্সিং এর রিং-এ পরিণত হতে চলেছে। এ বিষয়ে অনেকে বলাবলিও করছিলেন। দর্শকাকীর্ণ উমাকান্ত স্টেডিয়াম আজ যেন সেটাই প্রত্যক্ষ করলেন। দুই অর্ধে সাকুল্যে দুইখানা গোল। অথচ কার্ডে কার্ডে ছয়লাপ। দুই অর্ধে দুই দলের নয় খানা কার্ড। হলুদ-লালে মেশানো। এ যেন গোল সংখ্যার ৪গুণ ছাপিয়ে। অনেক দর্শক তো ছি ছি করে মাঠ থেকে বেরোচ্ছেন। বলছেন ফুটবল মাঠে এসব হচ্ছেটা কি? টিকিট কেটে মাঠে প্রবেশ করি কি খেলোয়ারদের এইসব নোংরামো দেখার জন্য। ম্যাচটাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে খোদ রেফারিরও আজ হিমশিম খেতে হয়েছে। শেষ ১৫ মিনিটেরও বেশি সময় ত্রিবেণী সংঘ দশজনে খেলতে বাধ্য হলেও রামকৃষ্ণ ক্লাব কিন্তু এর যথার্থ ফায়দা তুলতে পারেনি। খেলা শুরুতে দুই মিনিটের মাথায় গোল করে পুরো খেলাটা লিড নিয়ে এগিয়ে থেকে ম্যাচ শেষ করার সঠিক কায়দাটা ত্রিবেণী সংঘের ছেলেরা রপ্ত করতে পারেনি। ত্রিবেনীর হয়ে গোলটা হয়েছিল এফ. বি. স্বম্বলের পা থেকে। অতি রক্ষণাত্মক খেলে প্রথমার্ধের পরও প্রায় ১০ মিনিট ধরে রাখতে পারলেও দ্বিতীয়ার্ধের ১১ মিনিটের মাথায় রামকৃষ্ণ ক্লাবের নিঙ্গ থৌজাম ওলেন সিং গোল করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। খেলায় রাফ-এন্ড-টাফ পরিস্থিতি প্রথমার্ধের মতো দ্বিতীয়ার্ধেও বিরাজ করলেও জয় সূচক তৃতীয় গোলের সন্ধান দু-দলের আর কেউ দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ ক্লাব ও ত্রিবেণী সংঘের হাই ভোল্টেজ ম্যাচ এক-এক গোলে ড্র-তে অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয়েছে।

দু-দল এক-এক করে পয়েন্টও ভাগাভাগি করে নিয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের ২২ তম ম্যাচের পর রামকৃষ্ণ ক্লাব পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে নিজেদের পাঁচ ম্যাচের শেষে ১১ পয়েন্ট পেয়ে। অপরদিকে ত্রিবেণী সংঘের অবস্থান চতুর্থ স্থানে, ছয় ম্যাচের শেষে ৮ পয়েন্ট পেয়ে। উল্লেখ্য, খেলায় অতিমাত্রায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি ত্রিবেণী সংঘের রাজচন্দ্র জমাতিয়াকে দুইবার হলুদ কার্ডের সাপেক্ষে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করার পাশাপাশি দু দলের আরও সাতজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি টিংকু দে, বিশ্বজিৎ দাস, পল্লব চক্রবর্তী ও তপন কুমার দেবনাথ। দিনের খেলা: ফরওয়ার্ড ক্লাব ও বীরেন্দ্র ক্লাব, বিকেল তিনটায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দাবাড়ুদের বিশেষ প্রশিক্ষণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। জাতীয় দাবায় ভালো খেলতে হলে কী কী করা দরকার তা নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিলেন আন্তর্জাতিক আরবিটর অনুপম ভট্টাচার্য। ২১ সেপ্টেম্বর থেকে কলকাতার যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় অনূর্ধ-৭ দাবা প্রতিযোগিতা। তাতে রাজ্যের বেশ কয়েকজন খুদে দাবাড়ু এবারই প্রথম অংশ নেবে। খুদে দাবাড়ুদের কথা মাথায় রেখেই মেট্রিক্স চেস আকাদেমির উদ্যোগে বুধবার ওই বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। কৃষ্ণনগর মেট্রিক্স চেস আকাদেমির অফিসবাড়িতেই হয় ওই শিবির। তাতে জাতীয় আসরে দাবাড়ুদের কীভাবে লিখে খেলতে হবে, কী কী নিয়ম মেনে চলতে হবে তা নিয়ে প্রশিক্ষণ দেন অনুপম।

ত্রিপুরার ওই আন্তর্জাতিক আরবিটরের প্রশিক্ষণ পেয়ে খুশি খুদে দাবাড়ুরা। যা জাতীয় আসরে ভালো খেলতে সাহায্য করবে বলে মনে করছে কানিষ্ক চৌধুরি, আবন্তিকা চক্রবর্তী , দীবাঙ্গি শীল , অয়নজিৎ নাগ-রা। দাবাড়ুদের পাশাপাশি অভিভাবকরাও শিবিরে অংশ নেন যা ছিলো লক্ষ্যনীয়। শিবিরের শেষে সংবর্ধনা জানানো হয় সদ্য রাজ্য অনূর্ধ-৯ দাবায় চ্যাম্পিয়ন মেট্রিক্স চেস আকাদেমির অন্তরীপ আচারিয়াকে। নিজ সেন্টারে সংবর্ধিত হয়ে আপ্লুত অন্তরীপ। প্রতিশ্রুতি দেয় জাতীয় আসরেও ভালো ফলাফল করা নিয়ে।

স্কুলস্তরীয় রাজ্যভিত্তিক তিন দিনব্যাপী সাঁতার প্রতিযোগিতা শুরু, আগামীকাল শেষ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। উৎসাহ ও উদ্দীপনার ব্যাপক জোয়ার পরিলক্ষিত হয়েছে। রাজ্যভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে বুধবার থেকে। বিকেল সাড়ে তিনটায় স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের পশ্চিম জেলা যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে অনূর্ধ ১৪, অনূর্ধ ১৭ এবং অনূর্ধ ১৯ বছরের বালক বালিকা উভয় বিভাগে রাজ্য ভিত্তিক তিন দিনব্যাপী সাঁতার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। চলবে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সে বাধারঘাটস্থিত রাইমা সুইমিং পুলে এই প্রতিযোগিতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিধায়িকা মিনা রানী সরকার, পশ্চিম জিলা সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য, যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। একই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শারীর শিক্ষক অমিয় দাস এবং ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অপু রায় কে পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, রাজ্যের সব জেলা ও ত্রিপুরা উ স্কুল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। বালক বিভাগের ৮৪ জন এবং বালিকা বিভাগে ৪৩ জন স্কুল পড়ুয়া সাঁতারু প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি মদন বণিক সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

প্রস্তুতি ম্যাচে জুয়েলস কোচিং সেন্টারকে হারালো প্রগতি পি.সি.

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। জয় অব্যহত রাখলো প্রগতি প্লে সেন্টার। প্রস্তুতি ম্যাচে। ১০৮ রানে পরাজিত করলো জুয়েলস কোচিং সেন্টারকে। অনূর্ধ-১৩ বিভাগে। মরশুম শুরুর আগে নিজেদের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতেই ওই প্রস্তুতি ম্যাচের আয়োজন। নরসিংগড় আম্বেদকর স্কুল মাঠে হয় ম্যাচটি। তাতে প্রগতি টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ১৩৪ রান করে। দলের পক্ষে শ্রেষ্টাংশু দেব ৩৬, দেবপ্রিয় দেব ১৭ , পূর্ণ দাস ১৩ এবং ইয়াশ দেববর্মা ১০ রান করে। জবাবে খেলতে নেমে প্রগতির বোলারদের সাড়াশি আক্রমনে মাত্র ৪২ রানে গুটিয়ে যায় জুয়েলস। প্রগতির পক্ষে ইয়াশ দেববর্মা দুটি দেবপ্রিয় দেব ২ টি উইকেট দখল করে। জয় পেলেও তেমন খুশি নন কোচ নয়নমনি দেববর্মা। আরও প্রস্তুতির দরকার ক্রিকেটারদের মনে করেন প্রগতির কোচ।

ঐতিহ্যবাহী বীরেন্দ্র ক্লাবকেও মাঠে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে ফরোয়ার্ড ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। দুর্বল বীরেন্দ্র ক্লাবকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে ফরোয়ার্ড। লিগে তৃতীয় স্থানে থাকা ফরোয়ার্ড আজ নিজেদের চতুর্থ ম্যাচত খেলবে শেষের দিকে শীর্ষে থাকা বীরেন্দ্র ক্লাবের বিরুদ্ধে রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আজ বিকেল ৩ টায় শুরু হবে ম্যাচটি। ৪ ম্যাচ খেলে ৮ পয়েন্ট পাওয়া ফরোয়ার্ড আজ জয় পেতে মরিয়া। অপর দিকে ৫ ম্যাচ খেলে ৩ পয়েন্ট পাওয়া বীরেন্দ্র অবনমনের দৌড়ে রয়েছে। ফলে বীরেন্দ্র-র কাছে ম্যাচটির গুরুত্ব অপরিসীম। দুদলই বুধবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। আজ ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামবে সুভাষ বসু-র ফরোয়ার্ড ক্লাব। তবে তা মানতে নারাজ ময়দানের লাকি কোচ সুভাষ বসু। স্পষ্টভাবেই বলেন, যে দলের ফুটবলাররা ভালো খেলতে পারবে, মাঝমাঠ দখলে নিতে পারবে এবং দৌড়তে দৌড়তে ভাবতে পারবে, সেই দলই জয় পাবে। বিপক্ষ দলে বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান ফুটবলার রয়েছে। ফলে আমাদের সতর্ক হয়েই মাঠে নামতে হবে। তবে লক্ষ্য থাকবে শুরুতেই গোল তুলে নেওয়া। যাতে শেষের দিকতে দল চাপে না পড়ে। আর শুরুতেই গোল পেয়ে গেলে, রিজার্ভ ব্যাঞ্চের ফুটবলারদেরও দেখে নেওযার সুযোগ পাবো। জম্পুইজলা মাঠে অনুশীলন শেষে বীরেন্দ্র কোচ সুবোধ দেববর্মা বলেন, 'সীমিত শক্তি নিয়ে যতটা পারি আমরা লড়াই করবো। বিপক্ষ দলকে সহজেই জয় পেতে দেবো না। বুঝিয়ে দেবো স্থানীয় ফুটবলাররাও ভিনরাজ্যের ফুটবলারদের থেকে পিছিয়ে নেই'।

ফিরে দেখা ২০০৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপ, ভারতকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া তৃতীয়বার বিশ্বকাপ জয় করে

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ২০০৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচটি ২৩ মার্চ দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারারস স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ৪৮ রানে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কেনিয়াকে ৯১ রানে হারিয়ে ভারত ফাইনালে পৌছায়। ভারতের অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি টস জিতে বোলিং-এর সিদ্ধান্ত নেন। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিকি পন্টিং-এর অপরাজিত ১৪০ এবং ডেমিয়েন মার্টিনের অপরাজিত ৮৮ রানে ২৩৪ রানের পার্টনারশিপে অস্ট্রেলিয়া করে ৩৫৯ রান। তার জবাবে ভারত করে ৩৯.২ ওভারে ২৩৪ রান। এতে অস্ট্রেলিয়া ভারতকে ১২৫ রানে হারিয়ে জিতে নেয় তাদের তৃতীয় বিশ্বকাপ ট্রফি।

পন্টিং ম্যান অব দ্য ফাইনাল নির্বাচিত হন। আর ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট হন টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান তোলা ভারতের শচীন টেন্ডুলকার।

গ্রুপ পর্বে অস্ট্রেলিয়া ও ভারত দুই দলই ছিল পুল-'এ'তে। অস্ট্রেলিয়া গ্রুপ পর্বের ইংল্যান্ড বিপক্ষে ছাড়া সব ম্যাচ সহজেই জিতে নেয়। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২০৫ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে ১৩৫ রান করে। অপরদিকে ভারতের শুরুটা ছিল নড়বড়ে। প্রথম ম্যাচেই হল্যান্ডের বিপক্ষে শচীনের অর্ধশতের পরেও ২০৪ রানে গুটিয়ে যায়। জবাবে হল্যান্ড ১৩৬ রানে গুটিয়ে যায়। পরের ম্যাচেও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১২৫ রানে গুটিয়ে যায় এবং ৮ উইকেটে হেরে যায় ম্যাচটি। এতে ক্ষুব্ধ ভারতীয়রা মোহাম্মদ কাইফের বাড়িতে এবং রাহুল দ্রাবিড়ের গাড়ি ভাংচুর করে। ভারত অবশ্য পরের চারটি ম্যাচে জিম্বাবুয়ে, পাকিস্তান, নামিবিয়া ও ইংল্যান্ডকে হারিয়ে পুলের তৃতীয় দল হয়ে সুপার সিক্স পর্বে উঠে।

পুল 'বি' থেকে, শ্রীলঙ্কা, কেনিয়া ও নিউজিল্যান্ড সুপার সিক্সের যোগ্যতা অর্জন করে।

সুপার সিক্সের প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া রিকি পন্টিং-এর অপরাজিত ১১৪ এবং গিলক্রিস্টের ৯৯ রানে ৫ উইকেটে ৩১৯ রান তুলে। জবাবে শ্রীলঙ্কা ৪৭.৪ ওভারে ২২৩ রান তুলেছিল। পরের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে খেলে। এ ম্যাচে শন বন্ড ২৩ রানে ৬ উইকেটে নিলে এক পর্যায়ে অস্ট্রেলিয়া সংগ্রহ দাঁড়ায় ৭ উইকেটে ৮৪। তারপরেও মাইকেল বেভান ও এন্ড্রু বিকেল অস্ট্রেলিয়াকে ২০৮ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। জবাবে ব্রেট লিয়ের ৪২ রানে ৫ উইকেটের সুবাদে নিউজিল্যান্ড ১১২ রান করে। অস্ট্রেলিয়া ৯৬ রানে জিতে যায়। এ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে কেনিয়াকে ১৭৪ রানে অলআউট করে দিয়ে ৫ উইকেটে জিতে যায় অস্ট্রেলিয়া।

ভারত প্রথম ম্যাচে কেনিয়াকে হারায়। কেনিয়া টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ৬ উইকেটে ২২৫ করে। জবাবে ২৪ রানে ৩ উইকেট হারালেও গাঙ্গুলীর অপরাজিত ১০৭ এবং যুবরাজ সিংহের অপরাজিত ৫৮ রানে ম্যাচ জিতে যায়।পরের ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ১৮৩ রানের ব্যবধানে হারায়। নিজেদের শেষ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টস জিতে বোলিং নেয় এবং জহির খানের ৪২ রানে ৪ উইকেটের সুবাদে ১৪৬ রানে আটকে রাখে নিউজিল্যান্ডকে। জবাবে ২১ রানে ৩ উইকেট হারায় ভারত। পরে দ্রাবিড় ও কাইফ জুটি ভারতকে ম্যাচ জিতিয়ে দেয়।

প্রথম সেমিফাইনাল:

১৮ মার্চের পোর্ট এলিজাবেথের সেন্ট জর্জ পার্ক-এ অনুষ্ঠিত প্রথম সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়া মুখোমুখি হয় শ্রীলঙ্কার।

ভর্তির নোটিশ

সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, যারা এম এ (পিজিকোর্স) ইংরাজী / বাংলা ১ম সেমিস্টারে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তারা যেন ২০/০৯/২০২৩ তারিখের মধ্যে এম বি বি কলেজ এর ওয়েবসাইট থেকে (mbbcollege.in ভর্তির ফর্ম সংগ্রহ করে এবং ফিলাপ করে একাডেমিক সেকসানে জমা দেয়।

(ডঃ নির্মল ভদ্র)
অধ্যক্ষ
মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ

ICA/D-969/23

আই. টি. আই, কমলপুরে ২০২৩-২৪ এবং ২০২৩-২৫ ইং শিক্ষাবর্ষের অন্তিম পর্যায়ের ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ আই. টি. আই, কমলপুরে এখনো কিছু আসন খালি আছে। উক্ত খালি আসনের জন্য আই. টি. আই, কমলপুরে ২০২৩-২৪ এবং ২০২৩-২৫ ইং শিক্ষাবর্ষের নিম্নে উল্লিখিত বিভিন্ন ট্রেডে First Come First Serve পদ্ধতিতে Walk-in Admission এর মাধ্যমে ভর্তির জন্য উপযুক্ত ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে পুনরায় দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

ট্রেডের নাম ও প্রশিক্ষনের সময়কাল	শূন্য আসনের সংখ্যা			
	অসংরক্ষিত (UR)	তপঃ উপজাতি (ST)	তপঃ জাতি (SC)	মোট আসন
Computer Operator & Programming Assistant – 1yr.	3 (01 Reserved for Ex-serviceman)	5	3	11
Stenography & Secretarial Assistant (Eng) – 1yr.	4	7	4	15
উপরোক্ত ট্রেডগুলির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা :- মাধ্যমিক উত্তীর্ন				
Pump Operator cum Mechanic – 1yr.	15 (01 reserved for Ex Serviceman)	13	6	34
Surveyor – 2 yrs.	4	12 (01 reserved for Ex Serviceman)	6	22
উপরোক্ত ট্রেডগুলির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা :- অঙ্ক ও ভৌতবিজ্ঞান/ বিজ্ঞান বিষয় সহ মাধ্যমিক উত্তীর্ন				

ভর্তির নিয়মাবলী ও শর্তাবলী ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থাকবে। আবেদনপত্রের সাথে সমস্ত সার্টিফিকেটের self-attested প্রতিলিপি (সরকার অনুমোদিত বোর্ডের Madhyamik Admit Card, Marksheet&Certificate, Caste, AADHAAR, PRTC/ PH, Ex-Serviceman,Bank pass book,Retion Card) জমা দিতে হবে।সাথে সমস্ত **Original Documents** নিয়ে আসতে হবে।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ইং, সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত আবেদনপত্র জমা সহ First Come First Serve পদ্ধতিতে Walk-in Admission এর মাধ্যমে ভর্তির প্রক্রিয়া একই দিনে সম্পন্ন করা হবে।

আসনপ্রাপ্ত প্রার্থীদের সেইদিনই **Caution money** ১০০০/- (এক হাজার) টাকা নগদ, , দুই কপি ছবি, এবং সমস্ত সার্টিফিকেটের self-attested xerox copy জমা দিয়ে ভর্তি হতে হবে। ড্রপ-আউট, অকৃতকার্য ও অন্যান্য শর্ত লঙ্ঘনকারী প্রশিক্ষনার্থীদের Caution Money ফেরত দেওয়া হবে না।

বিস্তারিত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট আই. টি. আই. -এর ট্রেনিং সেকশন থেকে জানা যাবে।

স্বাক্ষরিত/-
অধ্যক্ষ
আই. টি. আই, কমলপুর

ICA/D-973/23

PNIe-T No:- 11 /EE/DWS/DIVN/SBM/2023-24

e-Tender in single bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online biding	Time & date of opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	DNIeT No. : 11/SE/DWSC/UDP/2023-24	₹ 1,45,35,711.00	₹ 2,90,714.00	Upto 3.00 P.M on 03..10.2023	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M On 03.10.2023 if possible
2	DNIeT No. : 12/SE/DWSC/UDP/2023-24	₹ 1,45,35,711.00	₹ 2,90,714.00			
3	DNIeT No. : 13/SE/DWSC/UDP/2023-24	₹ 1,45,35,711.00	₹ 2,90,714.00			
4	DNIeT No. : 14/SE/DWSC/UDP/2023-24	₹ 1,45,35,711.00	₹ 2,90,714.00			
5	DNIeT No. : 15/SE/DWSC/UDP/2023-24	₹ 1,45,35,711.00	₹ 2,90,714.00			
6	DNIeT No. : 16/SE/DWSC/UDP/2023-24	₹ 1,45,35,711.00	₹ 2,90,714.00			
7	DNIeT No. : 17/SE/DWSC/UDP/2023-24	₹ 1,45,35,711.00	₹ 2,90,714.00			
8	DNIeT No. : 18/SE/DWSC/UDP/2023-24	₹ 1,45,35,711.00	₹ 2,90,714.00			
9	DNIeT No. : 19/SE/DWSC/UDP/2023-24	₹ 1,45,35,711.00	₹ 2,90,714.00			
10	DNIeT No. : 20/SE/DWSC/UDP/2023-24	₹ 1,45,35,711.00	₹ 2,90,714.00			
11	DNIeT No. : 21/SE/DWSC/UDP/2023-24	₹ 1,45,35,711.00	₹ 2,90,714.00			
12	DNIeT No. : 22/SE/DWSC/UDP/2023-24	₹ 1,45,35,711.00	₹ 2,90,714.00			

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in or https://etenders.gov.in/eprocure/app or https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in

For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ eedwssbm@gmail.com

(For and on behalf of Governor of Tripura)

(Er. R. D Barma)
Executive Engineer
DWS Division, Sabroom
South Tripura District

ICA/C-2245/23

NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T NO.57/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2023-24 Dated :11/09/2023

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from **Original Equipment Manufacturer (OEM) of Lift/ Original Equipment Manufacturer (OEM) authorizedservice provider or the firm having license/authorization issued by Government for maintenance of lifts or any reputed firm having specified experience in maintenance of lifts for the following work:-**

Sl.No	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	Providing, Installation and Commissioning of 1(one) No. Machine room less (MRL) lift of 8 (eight) passenger (544 kg) capacity passenger elevator up to G+2 level at newly constructed Circuit house at Dharmanagar, North Tripura during the year 2022-23(5th call). DNIeTNo106./EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2022-23.	₹ 22,53,916.00	₹45,078.00	Five years Six months	Up to 15.00 Hrs On 26/09/2023.	At 15.30 Hrs on26/09/2023.

Note: The bid forms and other details including **online activities should be done** in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer
Mechanical Division,PWD
Agartala

ICA/C-2249/23

ত্রিপুরা সরকার
আই টি আই যতনবাড়ী
যতনবাড়ী, গোমতী ত্রিপুরা

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি-২০২৩

ড়শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের অধীনস্ত আই টি আই, যতনবাড়ী-এ ২০২৩-২৪ এবং ২০২৩-২৫ শিক্ষাবর্ষে নিম্নলিখিত ট্রেডে কিছু শূন্য আসনে **"First Come First Serve"** (আগে এলে আগে পাবে) - ভিত্তিতে **Walk in Admission** এর মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে পুনরায় ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। ট্রেড ও শূণ্য আসন সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরন :-

ক্রমিক নং	ট্রেডের নাম	প্রশিক্ষণের সময়কাল	ন্যুনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা	শূণ্য আসন সংখ্যা			ভর্তির সময়সীমা
				UR	ST	SC	
1	Electronics Mechanic	২-বছর	মাধ্যমিক উত্তীর্ন	01 (Ex-01)	0	0	১৪/০৯/২০২৩ থেকে ২২/০৯/২০২৩ পর্যন্ত (From 11:00 A.M. to 04:00 P.M. in all working days).
2	Surveyor	২-বছর		01 (Ph-01)	0	0	
3	Stenography	১-বছর		0	0	01 (Ph-01)	
4	COPA	১-বছর		01 (Ph-01)	0	0	
5	Wood Work Technician (Carpenter)	১-বছর	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ন	08 (Ph-01)	05	03	
6	Sheet Metal Worker	১-বছর		21 (Ph-02)	12 (Ex-01)	07	
7	Welder	১-বছর		14 (Ph-02, Ex-01)	09 (Ph-01)	04 (Ex-01)	

আবেদন পত্রের নমুনা আই টি আই, যতনবাড়ীর নোটিশ বোর্ডে / Training Section এ পাওয়া যাবে।

ভর্তির নিয়মাবলি:-

ইচ্ছুক প্রার্থীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্ব-শরীরে তাদের তথ্য ও নথিপত্র (Madhyamik Admit Card, Madhyamik Marksheet, Caste Certificate, PRTC, Aadhaar Card, Bank Passbook, Family Ration Card, Medical Fitness Certificate) সমূহের (Original and Photocopy) অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। তাছাড়া নগদ ১০০০ টাকা Caution Money (ফেরতযোগ্য) এবং 2 Copy passport size photo নিয়ে আসতে হবে।

অন্যান্য শর্তাবলী ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী হবে। বিভিন্ন তথ্যাদি এবং আবেদন পত্রের নমুনা আই টি আই যতনবাড়ীর Notice Board এ দেওয়া থাকবে অথবা বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন M-8798248104 / 9612210725 / 7005788897।

স্বাঃ অস্পষ্ট
অধ্যক্ষ
আই টি আই যতনবাড়ী

ICA/D-971/23

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বুধবারে রাথে নয়াদিল্লির বিমানবন্দরে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী প্রহলাদ যোষী ও উত্তরাখন্ডের মুখ্যমন্ত্রী সতপাল মহারাজের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা।

গোমতী জেলায় আয়ুষ্মান ভবঃ অভিযানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্প্রচার

উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানই সরকারের লক্ষ্য ঃ অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। গোমতী জেলায় আজ আয়ুষ্মান ভবঃ অভিযানের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্ম ভার্চুয়ালি এই অভিযানের উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষে জেলার উদয়পুরের পঞ্চায়েতরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনে ও করবুক বিএসি হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদয়পুরের পঞ্চায়েতরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি নাগরিককে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানই সরকারের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই অভিযান কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলিকে সুচিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্যই আয়ুষ্মান ভারত কর্মসূচির সূচনা হয়েছিল। এই অভিযান কর্মসূচি আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গোমতী জেলার জেলাশাসক গোবেকার ময়ুর রতিলাল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. কমল রিয়াং। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গোমতী জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি দেবল দেবরায়। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনার সফল বাস্তবায়ণের জন্য রামচন্দ্র ভৌমিক, প্রসেনজিৎ দাস ও রঞ্জিত রিয়াংকে আয়ুমান মিত্র পুরস্কার দেওয়া হয়। তাছাড়া ডা. স্বপন চাকমা, সুমন ধর ও হেপাটাইটিস ফাউণ্ডেশান অব ত্রিপুরার উদয়পুর শাখাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। করবুক বিএসি হলে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএসি'র চেয়ারম্যান প্রণব কুমার ত্রিপুরা, মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. ধনমণি ত্রিপুরা, করবুক ব্লকের অতিরিক্ত বিডিও রণতোষ কুমার দেব প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, আগামী ২ অক্টোবরের মধ্যে প্রতিটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে আয়ুমান সভা করা হবে।

১৯ সেপ্টেম্বর থেকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব, সুস্থ কৈশোর অভিযান ৫.০

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব, সুস্থ কৈশোর অভিযান ৫.০ সারা রাজ্যের সাথে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাতেও আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। এই অভিযান কর্মসূচি আগামী ৩ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। গতকাল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এই অভিযানের প্রস্তুতি নিয়ে জেলা কোঅর্ডিনেশান কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন। সভায় জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. র'ন বিশ্বাস জানান, প্রতি বছরের মতো এবছরও রাজ্যে ১৫ দিন ব্যাপী মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৈশোর অভিযান অনুষ্ঠিত হবে। এই অভিযানে জেলার ১ থেকে ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু ও ছেলেমেয়েদের ক'মিনাশক অ্যালবেণ্ডাজল ট্যাবলেট খাওয়ানো হবে। টিটেনাস ও ডিপথেরিয়া টিকাকরণ কর্মসূচি, আয়রণ ও ফলিক অ্যাসিড ও ভিটামিন এ ট্যাবলেট, ওআরএস প্যাকেট এবং জিংক ট্যাবলেট বিতরণ করা হবে। এছাড়াও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মাত' দুগ্ধ পান, শিশুদের শ্বাসনালীর সংক্রমণ, বাড়িতে শৈশবকালীন সময়ে যত্ন বিষয়ক সচেতনতা শিবির ও হামরুবেলা টিকাকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। তাছাড়াও অনুষ্ঠিত হবে পোষণ অভিযান। পোষণ অভিযানে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের ওজন ও উচ্চতা মেপে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা হবে। সিএমও জানান, ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এই অভিযান চালানো হবে। ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আশাকর্মীগণ এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই কর্মসূচিগুলি পালন করবেন। ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন সচেতনতামূলক শিবিরগুলি জেলার মহকুমা ও ব্লকগুলির বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। সিএমও আরও জানান, এবছর জেলার ৩ লক্ষ ১০ হাজার ৪৫২ জন শিশু ও কিশোরকে এই অভিযানে পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন এই কর্মসূচির সাথে যুক্ত স্বাস্থ্য দপ্তর সহ অন্যান্য দপ্তরের কর্মীগণকে সুষ্ঠ ভাবে এই অভিযান সফল করে তোলার আহ্বান জানান। সভায় স্বাস্থ্য দপ্তর, শিক্ষা, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকগণও উপস্থিত ছিলেন।

টেকনো কলেজের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। টেকনো কলেজের বাৎসরিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো বুধবার। নজরুল কলাক্ষেত্রে আয়োজিত আগরতলাসিত টেকনো কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এর বাৎসরিক অনুষ্ঠান ' আগাম ৩.০' তে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি ছাত্রীদের গুনগত শিক্ষার উপর জোর দেন। এদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী রতন নানা বলেন, দুর্নীতি মুক্ত সরকার চাইলে গুনগত শিক্ষার প্রয়োজন। এদিন তিনি বলেন, টেকনো কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং কারিগরি শিক্ষার বহুমুখী দিক খুলে দিয়েছে। এরাজ্যে উন্নত কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের বহুমুখী প্রচেষ্টায় উপকৃত হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা। ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়তে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছিল। এরপর থেকেই রাজ্যে শিক্ষা ব্যবসায় আমুল পরিবর্তন এসেছে। তিনি আশা ব্যক্ত করেন, কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগ থেকে মেধাগত শিক্ষাপর্ব শেষ করে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা দেশ এবং বিদেশের বহুক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করতে সক্ষম হবে।

ছাত্রকে পেটানোর অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। শিক্ষাঙ্গনে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের বেত্রাঘাত বা অনুশাসন নিষিদ্ধ সত্ত্বেও একাংশের শিক্ষক এ ধরনের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ। তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাঙ্গনে যাওয়ার প্রতি বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হচ্ছে। তাতে ক্ষুব্ধ অভিভাবকরাও। পড়া শিখে না আসায় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের শাসন করতে গিয়ে অভিভাবকের ক্ষোভের মুখে পড়লেন এক প্রধান শিক্ষক। স্কুলে প্রবেশ করে এক অভিভাবক সেই শিক্ষকের শাসনের প্রতিবাদ জানিয়ে স্কুল থেকে বদলির দাবি জানান। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মধুবন ডুকলি হাই স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মারধর করার অভিযোগ তুলেন এক ছাত্র এবং তার পরিবারের লোকজন। তাদের অভিযোগ মঙ্গলবার এক ছাত্রকে প্রধান শিক্ষক বেধড়ক মারধর করেছেন। বাড়িতে যাওয়ার পর ছাত্রের জ্বর আসে। এর প্রতিবাদে তারা বুধবার স্কুলে এসে বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে ভিড় জমায়। কান্নায় ভেঙে পড়ে ছাত্রের মা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে মেরা মিট্টি মেরা দেশ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৩ সেপ্টেম্বর।। ভারতের জনপ্রীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রেরনায় ৩৮ জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং এর নেতৃত্ব আমার মাটি আমার দেশ অভিযানকে কেন্দ্রকরে জোলাইবাড়ীর বিভিন্ন বুথে অমৃত কলস যাত্রার মাধ্যমে পবিত্র মাটি সংগ্রহ করাহয়। আজকের এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করলেন জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের জনপ্রীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া, আগরতলার ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস, মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং, যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি কেশব চেঁধুরী, যুব নেতৃত্ব পুলক ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। আজকের এই কর্মসূচীতে বিজেপি কর্মীয়সমর্থকদের উপস্থিতির হারছিলো লক্ষ্যনীয়।

জমি জবর দখলের অভিযোগ প্রধানের বিরুদ্ধে, মামলা পাল্টা মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। মামলা ও পাল্টা মামলা ঘিরে রীতিমতো উত্তপ্ত আমতলী থানার চারিপাড়া পুলিশপাড়া এলাকা। প্রধানের বিরুদ্ধে জমির জবর দখলের অভিযোগ উঠার পর পাল্টা মামলা করতে প্রধানের পরিবার শাসক দলের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে থানায় বিক্ষোভ দেখায়। অভিযোগ আমতলী থানাধীন চারিপাড়াস্থিত পুলিশ পাড়া এলাকার প্রধান মেনকা দাস এবং তার পরিবারের বাকি সদস্যরা পাশের বাড়ির কৃষ্ণ দত্তের ভিটে মাটি জবরদখল করার চেষ্টা করছে।

থানায় বহুবার যাওয়ার পরেও আমতলী থানার মহিলা পুলিশ অফিসার মামলা নেয় নি বলে অভিযোগ। অবশেষে নড়ে চড়ে বসে পুলিশ। পুলিশ অভিযুক্ত প্রদীপ দাসকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। তারপর অভিযুক্তদের নেতৃত্বে এলাকায় বিজেপি কর্মীদের নিয়ে এসে মঙ্গলবার রাতে আমতলী থানা ঘেরাও করা হয়।তারা অভিযোগ তুলে কৃষ্ণ পালের ভিটে মাটি খাস জায়গায় রয়েছে।

গত শনিবার প্রধানের বাড়ির সীমানায় বিদ্যুতিক আর্থিং বসানোর সময় কৃষ্ণ দত্তের সাথে ঝামেলা বাধে প্রধানের পরিবারের। তারপর কৃষ্ণ দত্ত এবং এবং তার ছেলে কৌশিক দত্ত নাকি প্রদীপ দাসকে দা দিয়ে আঘাত করতে যায়। তখন পার্শবর্তী এলাকার মানুষজন এসে ঝামেলার নিষ্পত্তি করে। যদিও কৃষ্ণ পালের পরিবার প্রদীপ দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়। পুলিশ প্রদীপ দাসকে থানায় নিয়ে আসতেই এলাকায় বিজেপি কর্মীদের নিয়ে থানা জড়ো করে প্রধান এবং প্রদীপ দাসের অনুগামীরা। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সঠিক ব্যবস্থা গ্রহন করুক , দাবি এলাকাবাসীর।

ঠোঁট ও তালু কাটা শিশুদের সফল অস্ত্রোপচার টিএমসিতে

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। রাষ্ট্রীয় বাল সুরক্ষা কার্যক্রমের সুফল ব্যাপকভাবে পাচ্ছেন রাজ্যবাসী। সম্পতি জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, ত্রিপুরা ও মিশন মাইলের উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় বাল সুরক্ষা কার্যক্রমের অধীনে ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ এবং ডঃ বি আর আম্বেদকর টিচিং হাসপাতালে শিশুদের জন্মগত ত্রুটি শনাক্তকরণ ও অস্ত্রোপচার শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে জন্মগত ভাবে কাটা ঠোঁট ও তালু কাটা অর্থাৎ ক্লেফ্ট লিপ বা ক্লেফ্ট প্যালেট শিশুদের নিং ও অৌপচার করা হয়। গত ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাঁচ দিন এই অৌপচার শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শিবিরে

জন্মগত ত্রুটিযুক্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত মোট ৫২ জন শিশুকে রাষ্ট্রীয় বাল সুরক্ষা কার্যক্রমের বিশেষ' চিকিৎসকগণ স্ক্রিনিং করেন। এরমধ্যে মোট ৩৮ জন শিশুর জন্মগত ত্রুটির সফলভাবে অৌপচার করা হয়। রাষ্ট্রীয় বাল সুরক্ষা কার্যক্রমের অধীন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, ত্রিপুরার মাধ্যমে বিনামূল্যে উক্ত শিবিরের সুযোগ লাভ করে শিশুদের অভিভাবকরা চিকিৎসকদের প্রতি ক'ত'তা প্রকাশ করেন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর ও রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা ডা. অ'ন দাস এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানান।

বিকল্প রাস্তার কাজ নিয়ে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৩ সেপ্টেম্বর।। বিলোনিয়া থেকে জোলাইবাড়ি পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ২১ কিলোমিটার রাস্তা বিকল্প জাতীয় সড়ক হিসেবে ঘোষণা করার পর কাজ শুরু হয়েছে দীর্ঘ প্রায় তিন বছর আগে এবং তা চলছে প্রায় শরীসৃপের গতিতে এবং তা অত্যন্ত নিম্নমানের এমনই অভিযোগ রয়েছে সাধারণ জনগণের ,বহি রাজ্যের নির্মাণকারী সংস্থা সতীশ প্রসাদ কনস্ট্রাকশন এখানে কাজের বরাত পায়, জায়গা চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত অনেক অভিযোগের মধ্যে দিয়ে প্রায় সত্তর শতাংশ রাস্তার কাজ প্রায় শেষ, রাস্তা তৈরি করে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে এই নির্মাণকারী সংস্থাকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ বার বার বলার পর ও সেই তথৈবচ, কথা হলো এই বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে রাস্তার কাজ শেষ করতে হবে, এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং মানুষের বিভিন্ন অভিযোগ কে মাথায় রেখে আজ এন এইচ ডি সি এল এবং এনএইচ কর্তৃপক্ষ কে নিয়ে দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ, বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসন, বিলোনিয়া পুর প্রশাসন, বিদ্যুৎ দপ্তর, পূর্ত দপ্তর এবং পানীয় জল দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকদের নিয়ে। বিলোনিয়া থেকে জোলাইবাড়ি পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরের অধিকারিকগণ সম্পূর্ণ রাস্তা পরিদর্শন করেন এবং যেখানে যেখানে সমস্যা রয়েছে সেটা চিহ্নিত করে উভয় পক্ষের তরফ থেকে সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, জেলাশাসক এবং এনএইচ কর্তৃপক্ষ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগন , পরিদর্শনকালে জেলা শাসক সাজু ওয়াহিদ এ বলেন বিভিন্ন অভিযোগ এবং ধীরগতিতে কাজ চলার কারণে আজকের এই যৌথ পরিদর্শন, এখান থেকে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করাই হলো লক্ষ্য , তবে তিনি আরো জানান ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে না পারলে ঠিকেদারী সংস্থাকে জরিমানা করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন হাপানিয়া হাসপাতাল সংলগ্ন ঔষধ ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। হাপানিয়ায় ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অভ্যন্তরে বেআইনিভাবে জেনেরিক মেডিসিন কাউন্টার গড়ে তোলা হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ করেছেন ওই এলাকার ঔষধ ব্যবসায়ীরা। এ ব্যাপারে তদন্তক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঔষধ ব্যবসায়ীরা দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। উল্লেখ্য, টিএমসিতে অবৈধভাবে ফার্মেসি খোলা হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় ওষুধ ব্যবসায়ীদের। তা বন্ধ করার দাবি জানিয়ে ওষুধ ব্যবসায়ীরা ১১ সেপ্টেম্বর টি এম সির সামনে বিক্ষোভ দেখায় ও ডেপুটেশন দেন।অভিযোগ এখনও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোন সাড়া দেয়নি।

বুধবার ত্রিপুরা কেমিস্টস এন্ড ড্রাগিস্টস এসোসিয়েশনে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই অভিযোগ করেন হাপানিয়ার ওষুধ ব্যবসায়ী ও সংগঠনের নেতৃত্ব। তারা জানান আগামীদিনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি অবগত করবেন। সংগঠনের সহকারী সম্পাদক সত্যব্রত দেবনাথ অভিযোগ করেন জন বিদ্বেষী মূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন টি এম সি কর্তৃপক্ষ। তা কাম্য নয়। সংগঠনের তরফে এর নিন্দা জানান তারা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া তাদের কাছে বিকল্প পথ নেই বলেও স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন।

রাতের আঁধারে দক্ষিণ ঘিলাতলিতে কৃষি জমিতে দুষ্কৃতির তাণ্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর।। কিছু দিন পর পরই রাতের আঁধারে কে বা কারা অবলীলায় একের পর এক কৃষি খেতে তাণ্ডব লীলা সংঘটিত করে। আরো একবার দক্ষিণ ঘিলাতলি এলাকায় কৃষি জমিতে দুষ্কৃতি তাণ্ডবের জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় কল্যানপুর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ ঘিলাতলি গ্রাম পঞ্চায়েতের নদী ভাঙ্গা এলাকায় গৌতম সরকার পিতা মৃত নিতাই সরকার এবং প্রদীপ সরকারের ছেলে সুদীপ সরকার আজ সকালে নিজ নিজ কৃষি জমিতে গিয়ে দেখতে পান সাড়ি সাড়ি গাছ কাটা। উল্লেখ্য গৌতম সরকারের বেগুন খেত এবং সুদীপ সরকারের বড়ই খেত আক্রমণের স্বীকার হয়েছে। ঘটনার আকস্মিকতায় একপ্রকার হতবিহ্বল হয়ে পড়ে সংশ্লিষ্ট কৃষক দ্বয় সহ প্রতিবেশীরা। প্রতিবেদকের সাথে কথা বলতে গিয়ে শ্রী সুদীপ সরকার দাবি করেন পরিবার সূত্রে দীর্ঘদিন এলাকায় কৃষিকাজ করলেও এই গত কিছুদিন ধরেই এমন ঘটনা ঘটে চলেছে। বিশেষ করে তিনি ভেবেই পাচ্ছেন না এরকম সর্বনাশ ওনার কে করলো? খোলাখুলি বললেন জীবন জীবিকার একমাত্র অবলম্বন এই কৃষি, অনেক ধার দেনা করে ফসল ফলিয়েছিলেন বলেও জানান তিনি। এই ধ্বংসলীলার ফলে একদিকে যেমন আয়ের উৎসটা আপাতত বন্ধ হয়ে গেছে, ঠিক এর পাশাপাশি বিপুল পরিমাণে ঋণ কিভাবে শোধ করবেন তাই এখন ভেবে পাচ্ছেন না সুদীপ সরকাররা।

গোটা ঘটনার খবর পেয়ে মুহূর্তের মধ্যেই এলাকার অন্যান্য কৃষক সহ-সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা আইনের দ্বারস্থ হয়েছেন বলেও খবর। এদিকে সম্মিলিতভাবে এলাকাবাসী গোটা ঘটনার রহস্য উদঘাটনের তীব্র ভাষায় দাবি করছেন। ঘটনার পেছনে কি থাকতে পারে তা-ই এখন গোটা এলাকা জুড়ে আলোচনা চলছে। অনেকে আবার এই ঘটনার পেছনে সংশ্লিষ্ট এলাকার ক্রমবর্ধমান নেশা সাম্রাজ্যের বিস্তারের কোন ভূমিকা থাকতে পারে বলেও অনুমান করছেন। সে যাই হোক দুষ্কৃতিকারীদের তাণ্ডবলীলায় দক্ষিণ ঘিলাতলির কৃষক সুদীপ সরকার, গৌতম সরকাররা প্রচন্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এক প্রকার পথে বসে গেছেন বলা চলে। এখন দেখার বিষয়, প্রশাসন তথা কৃষি দপ্তর কোনভাবে সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়ায় কিনা।

ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। প্রোটিএন ই-গভ: টেকনোলজিস লিমিটেড ও অর্থ দপ্তরে উদ্যোগে প্রজ্ঞা ভবনে ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম দিবস (এনপিএস) উদযাপন করা হয়েছে।এদিনের আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন অর্থসচিব অপূর্ব রায়।এদিন অর্থসচিব অপূর্ব রায় বলেন, এনপিএস একটা প্রকল্প। এমন একটা প্রকল্প যেখানে শুধু সরকারি কর্মচারিরা নন, নাগরিকরাও এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারবেন।এদিন অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত অর্থসচিব আকিঞ্চন সরকার বলেন, সামাজিক নিরাপত্তায় এনপিএস-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।অনুষ্ঠানে প্রোটিএন ই-গভ: টেকনোলজিস লিমিটেডের জাতীয় প্রধান নীতিন যোশী বলেন, এনপিএস-এর কিছু আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেমে দেশের মধ্যে ত্রিপুরা বেস্ট পারফরমিং স্টেট হিসেবে পরিচিত। তাছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে অর্থসচিব এনপিএস গাইডলাইন সংক্রান্ত একটি বুকলেটের আবরণ উন্মোচন করেন।

আলু বোঝাই গাড়ি থেকে নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। একটি আলু বোঝাই গাড়ি আটক করে সেই গাড়ি থেকে নেশা সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও গাড়ির চালক পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনা পশ্চিম জেলার চম্পক নগরে। জানা যায় বহিরাজ্য থেকে একটি লরি চোরাই বাড়ি সীমান্ত পার হয়ে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক ধরে চম্পক নগর এলাকায় পৌঁছলে জিরানিয়া থানা ও চম্পকনগর থানার পুলিশ সন্দেহভাজন গাড়িটিকে আটক করতে সক্ষম হয়। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা সম্ভব হলেও দুই থানার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেল নেশা সামগ্রী পাচারকারী গাড়ি চালক। পুলিশের ব্যর্থতা নিয়ে আঙ্গুল উঠল বুধবার। জানা যায়, চম্পক নগর এবং জিরানিয়া থানা পুলিশের যৌথ উদ্যোগে চম্পকনগর এলাকায় গাড়ি চেকিং -এর সময় আলু বোঝাই গাড়ি থেকে ৪২ বস্তা এসকাফ কফ সিরাপ আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

চম্পক নগর থানার পুলিশ জানায়, যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৩০ থেকে ৩৫ লক্ষাধিক টাকা হবে। তবে কাউকে আটক করা যায়নি। গাড়ির চালক পলাতক। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায় চালক। পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে। প্রশ্ন উঠছে দুই থানার পুলিশ যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করে থাকে তাহলে কিভাবে গাড়ি চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়? নাকি এর পেছনে রয়েছে দুই থানার পুলিশের কোন গোপন বোঝাপড়া? তবে সঠিক তদন্ত হলে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের হয়ে আসতে পারে বলেই ধারনা তথ্যভিজ্ঞ মহলের।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।